786/92

ত্রৈমাসিক

-ঃ সুন্নী জগৎ ঃ-

৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ঃ হাদিয়া ১৫ টাকা
Vol-8, Isue No-2, September 2012

pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT

শিক্ষা, ধর্ম, সাংস্কৃতিক বিষয়ক
সাহিত্য পত্রিকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নী জগৎ

SUNNI JAGAT PATRIKA

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায়

মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

বফয়জে রুহানী

গাওসুল আজম হজরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হজরত শাইখ আহমাদ সিরহান্দি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আজম আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

—ঃ কালামে রাজা ঃ—

پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو — جبریل بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو
کانٹا مرے جگر سے غمِ روزگار کا — یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو
فریاد امتی جو کرے حالِ زار میں — ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو
کہتی تھی یہ براق سے اُس کی سبک روی — یوں جائیے کہ گردِ سفر کو خبر نہ ہو
فرماتے ہیں دونوں میں سردارِ دو جہاں — اے مرتضیٰ علی و عمر کو خبر نہ ہو
ایسا گما دے اُن کی دِلا میں خدا ہمیں — ڈھونڈھا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو
آدابِ حرم کو روکنے والوں سے چھپ کے آج — یوں اٹھ چلیں کہ پہلو دبر کو خبر نہ ہو
طیرِ حرم ہیں یہ کہیں رشتہ بیانہ ہوں — یوں دیکھیے کہ تارِ نظر کو خبر نہ ہو
اے خارِ طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے — یوں دل میں آکہ دیدۂ تر کو خبر نہ ہو
اے شوقِ دل یہ سجدہ گراں کو روا نہیں — اچھا رہ سجدہ کیجیے کہ سر کو خبر نہ ہو

ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں
گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو

-ঃ সারপরাস্ত ঃ-

আল্লামা তাওসিফ রেজা খান

বেরলবী-

মাদ্দাজিল্লাহুল আলী

বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ

ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ

শিক্ষা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

৮ম বর্ষ ঃঃ ১ম সংখ্যা

জিলহজ্জ ১৪৩৩ হিজরী, সেপ্টেম্বর–২০১২, আশ্বিন ১৪১৯

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ–
সাইখুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
মোবাইল নং–৯৪৩৪৫৮৩৪৬০
সহ-সভাপতি ঃ–হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম রেজবী
নং–৯৯৩২৩৭১৮৭৯ ও মাওঃ হাশিম রেজা নূরী,
মোবাইল নং– ৯৭৩২৫২৭৯৪২
প্রধান সম্পাদক ঃ–মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী
সহ-সম্পাদক ঃ–মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
মোবাইল নং–৯৪৩৪১৬৪৩১৪
কার্য্যকারী সম্পাদক ঃ–মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী
মোবাইল নং–৯৬৭৯৪৮৮৮০২
কোষাধাক্ষ্য ঃ–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী
মোবাইল নং–৯৫৬৪৫০০৭৩০
সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ–
মুফতী তাফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওঃ আনসার আলী, মুফতী সাবির আলী রেজবী,ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, মুফতী নুরুল আরেফীন,মাওঃ নিয়াজ আহমাদ কাদেরী, হাজী মোঃ শফিকুল ইসলাম রেজবী, হাফেজ গোলাম রসুল, মাওঃ মোঃ হেলালুদ্দিন রেজবী, মাওঃ আঃ সবুর, মাওঃ আলমগীর হোসাইন, মাওঃ নুরুল ইসলাম, মাওঃ ইজহারুল হক নুরী, মাওঃ মোয়াজ্জাম হোসাইন কালীমি, মাওঃ কেতাবুদ্দিন কাদেরী, মাওঃ নিজামুদ্দিন রেজবী, মাওঃ মইজুদ্দিন কালিমী, মোঃ মানসুর আলী,

সুচীপত্র

তাফসীরুল কোরআন / ৩
হাদীসে রাসুল / ৮
বে-মেসল বাশার / ১১
ফাতাওয়া বিভাগ / ১৬
মারকাজি দারুল ইফতার
গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়া / ১৬
শায়েখ আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী / ২৩
চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ / ২৮
ফাতাওয়া বিভাগ / ৩২
ঈমানী শক্তি (গল্প) /৩৭
মরনের পরেও উলামাগণ জীবিত / ৩৯
জানা অজানা / ৪০
দাফনের শেষে দোয়া / ৪৩
গজল / ৪৫
খবরা খবর / ৪৬

প্রধান কার্য্যালয়

খলিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত
মুফতী আলহাজ মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব
সাং–দিয়াড় জালিবাগিচা, পোঃ–ভগবানগোলা, জেলা–মুর্শিদাবাদ
মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৬১১১৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস স্বালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিহিল কারীম ওয়া আলিহি ওয়া আস্হাবিহী আজমায়ীন।

সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িকতা ঃ–

এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের দাঙ্গা, মারামারী, রাহাজানী, খুনোখুনীর নাম সাম্প্রদায়িকতা। মানবজাতী স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানব জাতীকে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির উপর সম্মানিত করেছেন। হযরত আদম আলায়হিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা নিজ কুদরতী হস্তে তৈরী করেন। তাঁরই সন্তান সন্ততিই সমগ্র মানব জাতী। তাতে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলীম, কেউ খৃষ্টান, কেউ ইহুদী বা অন্য যে কোন জাতীই হোকনা কেন। সকলেই আদম সন্তান। এই জাতী বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এই দুনিয়াতেই।

বিভিন্ন জাতী বা সম্প্রদায় প্রত্যেকেই স্থান বিশেষে কোথাও সংখ্যা লঘু আবার কোথাও সংখ্যাগুরু। সমগ্র পৃথিবীতে কোন জাতীই একাধিপত্য বিস্তার করে নেই বা সংখ্যাগুরু নয়। স্থান বিশেষে কেই কোন স্থানে সংখ্যাগুরু হয়ে ক্ষমতার দম্ভে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ করে, গুন্ডামী, রাহাজানী, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শয়তানী কর্মে লিপ্ত হয়। ইহাই সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, গুন্ডামী।

হযরত শেয়খ শাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর লিখিত বিখ্যাত পুস্তক গুলিস্তাঁয় বলেছেন–সমগ্র মানব জাতী এক দেহ সদৃশ্য। কেননা সকলেই সৃষ্টি মানব পিতা আদম আলায়হিস সালাম থেকে। কোন মানবের কোন অঙ্গে যদি ব্যাথা হয় যন্ত্রণা হয় তবে অন্য অঙ্গ সুস্থ থাকে না থাকতে পারে না। আর নিজ শরীরে কেউ গুন্ডামী করে আক্রমন বা আঘাত করে না।

একই রকম ভাবে কোন সুস্থ মানব, জ্ঞান সম্পন্ন মানব অন্য মানববের সাথে খুনোখুনী বা তাকে আক্রমণ করতে পারে না কেননা না সেওতো মানব সন্তান, তার ভাই, তারই শরীর। কোন ব্যক্তি সে নেতৃস্থানীয় বা বিখ্যাত রাজনিতীবিদ হোক, ধর্মীয় পুরুষ হোক, যদি অন্য মানবের দুঃখে দুঃখিত, অন্য মানবের ব্যাথায় ব্যাথিত বা অন্য মানবকে হত্যা করতে কষ্ট না পায় তবে সে মানবই নয়, মানব আকৃতিতে পশুসম। তার উচিৎ নয় মানব নামে নিজেকে পরিচিত করা।

বর্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবী সহ ভারতবর্ষে কিছু পশু প্রবৃত্তিসম মানব ক্ষমতার দম্ভে মানব সন্তানকে আক্রমণে রত রয়েছে। কিছু রাজনিতীবিদ ও প্রশাসনের একটি শ্রেণীর প্রচ্ছন্ন মদতে ইহা সংঘটিত হয়ে চলেছে। ইহারা মানব জাতীর কলঙ্ক। আমাদের উচিৎ এই সমস্ত অসাধু কুচক্রীদের বপন করা সাম্প্রদায়িকতা হতে সতর্ক থাকা। আমরাই প্রমান করতে পারি আমরা পশু বা পশু সন্তান নই আমরা সকলেই আদম সন্তান, মানব সন্তান।

ইতি–

সম্পাদক

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাফ্‌সীরুল ক্বোরআন

তরজমা-ই- ক্বোরআন

কানজুল ঈমান

কৃতঃ— আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা বেরলবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফসীর

"খাজইনুল ইরফান"

কৃতঃ—সাদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

বঙ্গানুবাদ–আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরেজী অনুবাদ–প্রফেসার শাহ ফরিদুল হক

সুরা- ফালাক্ব ও নাস- মাদানী- পারা- ৩০

সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ وَمِنْ شَرِّ

غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।

Allah is the name of the Most Affectionate, the Merciful.

১। আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আশ্রয় নিচ্ছি যিনি প্রভাতের সৃষ্টিকর্তা (খ)

1. Say you, I take refuge with the lord of Day Break;

২। তাঁর সৃষ্টিকুলের অনিষ্ট থেকে (গ)

2. From the evil of all creatures;

৩। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট থেকে, যখন সেটা অস্তমিত হয় (ঘ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

3. And from the evil of the darkening one when it Sets.
৪। এবং ঐ সব নারীর অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থি সমূহে ফুৎকার দেয় (ঙ)
4. And from the evil of those women who blow in the knots.
৫। এবং হিংসুকদের অনিষ্ট থেকে, যখন সে আমার প্রতি হিংসা পরায়ন হয় (চ)

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ

صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়। (ছ)
Allah is the name of the Most Affectionate, the Merciful.

১। আপনি বলুন, 'আমি তাঁরই আমি তাঁরই আশ্রয়ে এসেছি, যিনি সকল মানুষের প্রতিপালক (জ)
1. Say you, I come in the refuge of the Lord of all mankind.
২। সকল মানুষের বাদশাহ (গ)
2. King of all.
৩। সকল লোকের খোদা (ঘ)
3. God of all.
৪। তারই অনিষ্ট থেকে, যে অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় (ট) এবং আত্ম গোপন করে (ঠ)
4. From the evil of him who whispers evil designs in the heart and slinks away.
৫। যে মানুষের অন্তর সমূহে কু- প্ররোচনা ঢালে
5. Those who whispers iin the hearts of mankind.
৬) জ্বিন ও মানুষ (ড)
6. Jinn and man.

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংক্ষিপ্ত তাফসীর

সূরা ফালাক্ব মাদানী অপর অভিমত অনুসারে মাক্কী। প্রথমটাই বিশুদ্ধতর, এই সূরায় একটি রুকু ; পাঁচটি আয়াত, তেইশট্টিটি পদ এবং চুয়াত্তরটি বর্ণ রয়েছে।

শানে নুযুল ঃ–এ সূরা এবং এর পরবর্তী সূরা নাস ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছে যখন লবীদ ইবনে আসেদ ইহুদী ও তার কন্যগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর যাদু করেছিল এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক ও পবিত্র অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গে সেটার প্রভাব পড়েছিল; পবিত্র ক্বলব (হৃদয়) আকল (বিবেক-বুদ্ধি) ও ইতিক্বাদ (অন্তরে বিশ্বাস এর উপর কোন প্রভাব পড়েনি। কিছুদিন পর হযরত জিব্রাইল আলায়হিস সালাম আসলেন, তিনি আরজ করলেন এক ইহুদী আপনার উপর যাদু করেছে এবং যাদূর যা কিছু উপকরণ রয়েছে তা অমুক কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা রয়েছে।

হুজুর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে পাঠালেন। তিনি কুপের পানি সেঁচে পাথর উঠালেন এবং সেটার নীচে থেকে খেজুরের কচি পাতার তৈরী একটি থলে উদ্ধার করলেন এবং তার মধ্যে ছিলো হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের চুল মুবারক যা চিরুনী থেকে বের হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের চিরুনী মুবারকের কয়েকটি দাত ও একটি রশি অথবা ধনুকের রশি,যাতে এগারোটি গন্থি দেয়া হয়েছিলো এবং একটি মোমের পুতুল,যাতে এগারটি সুই গাথা ছিলো। এসব উপকরন পাথরের নীচ থেকে বের করা হলো এবং হুযুরের দরবারে পেশ করা হল,আল্লাহ তায়ালা এ দুটি সূরা অবতীর্ন করলেন। এ সূরা দুটিতে এগারটি আয়াত আছে। তার মধ্যে পাঁচটি সূরা ফালাক্বে রয়েছে এবং অপর সূরাতে ছয়টি আয়াত রয়েছে। প্রত্যেক আয়াত পড়ার সাথে সাথে একেকটি করে গিরাখুলে যাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত সব গিরা খুলে গেলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ন সুস্থ হয়ে গেলেন।

মাসআলা ঃ–তাবিজ ও আমল করা যদি তাতে কোন কুফর ও শিরকের শব্দ বা বাক্য না থাকে,তবে জায়েজ। বিশেষ করে ঐ আমল যা কোরআনের আয়াত সমূহ দ্বারা করা হয় অথবা যার কথা হাদীস সমূহে বর্নিত হয়ে থাকে তা নিঃসন্দেহে বৈধ্য হাদীস শরীফে বর্নীত আছে,আসমা বিনতে আসীম আরজ করলেন। হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম, জাফরের শিশু সন্তানরা ঘন ঘন দৃষ্টি দোষের শ্বিকার হয়, তাদের জন্য আমল করার কি অণুমতি রয়েছে ? হুজুর অনুমতি দিলেন। (তিরমিযী শরীফ)

খ) আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনায় আল্লাহ তায়ালার এ গুন সহকারে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রভাত সৃষ্টি করে রাতের অন্ধকার দূরীভূত করেন, তিনি এর উপরও শক্তিমান যে, আশ্রয় প্রর্থনা কারীর মনে যে অবস্থাদীর আশংকা রয়েছে তাও দূরীভূত করবেন। অনুরূপ ভাবে যে মনে অন্ধকার ময়ী রাতে মানুষ ভোর উদয়ের অপেক্ষা করে তেমনী ভীত ব্যক্তি নিরাপত্তা ও আরামের জন্য আপেক্ষমান থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এতদ্ব্যতীত, প্রভাত বিপদ গ্রস্থ ও অস্থিরচিত্তদের দোয়া কবুল হওয়ার সময় ! সুতরাং অর্থ হলো এই যে, যখন বিপদগ্রস্থ ও চিন্তিতদের এই থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং দোয়া কবুল করা হয় আমি ঐ সময় সৃস্টিকর্তার আশ্রয় চাইছি। অন্য এক অভিমত অণুসারে ফালাক্ জাহান্নামের একটি উদ্যান।

গ) প্রাণী হোক বা প্রাণহীন, শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায় এমন হোক বা নাই হোক, কোন কোন মুফাসসীর বলেছেন যে, মাখলুক (সৃষ্টি) দ্বারা বিশেষভাবে ইবলিসকে বোঝানো হয়েছে, যার চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর কেই নাই। যাদুকর্ম, সেও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সাহায্যে সমাধা হয়ে থাকে।

ঘ) হযরত উম্মূল মোমেনীন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত যে, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে ইশারা করে বললেন, হে আয়েশা ! এর অপকারীতা থেকে আল্লাহর আশ্রয়, যেহেতু এটা অন্ধকারাচ্ছন্নকারী, যখন অস্ত যায়। (তিরমিজী শরীফ) অর্থাৎ মাসের শেষ দিকে যখন চন্দ্র ডুবে যায় তখন যাদূর ঐ আমল যা অসুস্থ করার জন্য করা হয় এই সময়ই করা হয়।

ঙ) অর্থাৎ যাদুকর মেয়েরা যারা রশিতে গিরা দিতে দিতে এর মধ্যে যাদূর মন্ত্র পড়ে ফুৎকার দেয়, যেমন লবীদের কন্যাগণ।

মাসয়ালা ঃ–কবচ বানানো এর উপর গিরা দেওয়া এবং কোরআনের আয়াত বা আল্লাহর নাম সমূহ পড়ে ফুৎকার দেওয়া জায়েজ, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈনগণ এর উপর একমত। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার হাদীস বর্ণিত আছে–যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের মধ্যে কেউ অসুস্থ হতেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা জ্ঞাপক সূরা ও দোওয়া সমূহ পড়ে ফুৎকার দিতেন।

চ) হিংসুক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অপরের নিয়ামতের পতন কামনা করে। এখানে হাদীস বা হিংসুক দ্বারা ইহুদীদের বোঝানো হয়েছে। যারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিদ্বেষ পূর্ণ মনোভাব পোষন করতো, অথবা বিশেষ করে লবীদ ইবনে আসেম ইহুদীর কথা বোঝানো হয়েছে। হাসদ নিকৃষ্টতম দোষ এবং এটাই সর্বপ্রথম পাপ যা আসমানের মধ্যে ইবলিস থেকে সম্পাদিত হয় এবং পৃথিবীতে কাবিল হতে।

ছ) সূরা ওয়ান্নাস–সহীহ রেওয়ায়ত মতে মাদানী। এতে একটি রুকু, ছয়টি আয়াত, বিশটি পদ এবং উনাশিটি বর্ণ রয়েছে।

জ) সকলের স্রষ্ঠা ও মালিক। মানুষের কথা তাদের সম্মানের জন্যই উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তাদেরকে সম্মানের জন্যই তাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা) করেছেন।

ঝ) তাদের কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনা কারী।

ঞ) যেহেতু ইলাহ ও মাবুদ হওয়া তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট।

ট) এর দ্বারা শয়তানের কথা বুঝানো হয়েছে।

ঠ) এটা হচ্ছে তার অভ্যাস। মানুষ যখন অমনোযোগী হয় তখন তার অন্তরে কুপ্ররোচনা প্রদান করে এবং যখন মানুষ আল্লাহর যিকির করে তখন শয়তান আত্মগোপন করে থাকে ও সরে যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ড) এটা হচ্ছে কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তানদের বিবরণ যে তারা জ্বিনদের মধ্যে থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্যে থেকে। যেমন জ্বিন শয়তানগণ মানুষের কুপ্ররোচনা দেয় তেমনি ভাবে মানুষ শয়তানও উপদেশ দাতা সেজে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর যদি মানুষ ঐ সকল কুমন্ত্রাদি মান্য করে তখন তারা পরস্পরা বা সিলসিলাহ বৃদ্ধি লাভ করে এবং অত্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে থাকে। আর যদি তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তখন সরে এবং আত্মগোপন করে থাকে। মানুষের উচিৎ যেন জ্বিন শয়তান ও তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করে এবং মানুষ শয়তান থেকেও। বোখারী ও মুসলীম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, সৈয়দ আলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন বিছানা মোবারকে তাশরীফ নিতেন তখন আপন মুবারক হস্তদ্বয় একত্রিত করে এর মধ্যে ফুক দিতেন এবং সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ ও কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব এবং কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়ে স্বীয় মোবারক হস্তদ্বয়কে মাথা মোবারক থেকে শুরু করে সমস্ত শরীর মুবারকে বুলাতেন, যতদুর হাত মুবারক পৌঁছাতে পারতো। এই আমল তিনবার করতেন।

ঈমান ও আক্বিদার হেফাজত ও নব আবিষ্কৃত ভ্রান্ত মতবাদ থেকে বাঁচতে ও
সুন্নী জামায়াতের আক্বিদাবলী জানতে সংগ্রহ করুন

কানজুল ঈমান (বাংলা)

মূল অনুবাদ-আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান
(রহমতুল্লাহি আলায়হি)

খানকায়ে নায়িমিয়াতে ৬,৭ ও ৮ই রজব প্রতিবৎসর উরসে নায়িমি ও
জাসনে দাস্তারবন্দী পালিত হয়।

সাজ্জাদানাশীন পীরে তরিকত নাসিরে মিল্লাত নাবীরায়ে সাদরুল আফাজিল হযরত সৈয়দ আল্লামা আজিমুদ্দিন আহমদ নায়িমী ও নায়েবে সাজ্জাদানাশীন হযরত সৈয়দ নিজামুদ্দিন আহমদ নায়িমীর নেতৃত্বে উর্দুভাষী ও বাংলা ভাষী বহু ওলামায়েকেরামগণের উপস্থিতিতে এই বৎসর ও ২৮,২৯ ও ৩০শে মে ২০১২ উরসে নায়িমি ও জাসনে দাস্তারবন্দী পালিত হয়েছে।

খানকায়ে নায়িমিয়া
ইসলামপুর, দুবরাজপুর, বীরভূম

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাবুল কাবাইর ও আলামাতে নেফাক ঃ–
(কবীরা গুনাহ ও মুনাফেকীর নিদর্শন)

গুনাহ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, সগীরা অর্থাৎ ছোট ও কবীরা অর্থাৎ বড়।

যে গুনাহ সম্পর্কে কোরআন বা হাদীসে শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে অথবা স্পষ্ট ভাষায় ও কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তাকে কবিরা গুনাহ বলে, কবীরা গুনাহেরও বিভিন্ন স্তর পেরিয়েছে। কবীরা গুনাহের মধ্যে এমনও রয়েছে যে গুলোর একটি অপরটির চেয়ে বড়। যেমন শিরকী ও কুফরী হলো সব চেয়ে বগ কবীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহ ছাড়া অন্য সব গুনাহই সগীরা।

কোরআন ও হাদীসে কবীরা গুনাহের সঠিক সংখ্যা নির্নীত হয় নাই। কোন কোন উপলক্ষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায় হি ওয়া সাল্লাম কোন কোন কবীরা গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন নিম্নে সে সব কবীরা গুনাহের কথা উল্লেখ করা হলো।

১। অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা। ২। ব্যভিচার (যিনা) করা বা পুরুষে পুরুষে অথবা নারীতে নারীতে মৈথুন করা। ৩। চুরি করা। ৪। মদ বা এই জাতীয় কোন মাদকতাপূর্ণ কোন মাদকদ্রব্য সেবন করা, ৫) শুকরের মাংস খাওয়া ৬) অন্যায় ভাবে কারো মাল সম্পদ হস্তগত করা, ৭) কাউকে ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়া, ৮) মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, ৯) সুদ খাওয়া, ১০) শারয়ী কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে রমজানের রোজা ছেড়ে দেওয়া, ১১) মিথ্যা শপথ করা, ১২) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, ১৩) পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়া, ১৪) জেহাদ থেকে পলায়ন করা, ১৫) ইয়াতিমের মাল খাওয়া, ১৬) বেচা কেনার মাপে কম দেওয়া, ১৭) বিনা কারনে ইচ্ছা পূর্বক সময়ের পূর্বে বা পরে নামাজ পড়া, ২০) রাসুলুল্লা সাল্লাল্লাহু তাযালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা আরোপ দেওয়া, ২১) সাহাবীদের মন্দ বলা, ২২) বিনা কারণে সাক্ষ্য গোপন করা, ২৩) ঘুষ খাওয়া, ২৪) স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে দেওয়া, ২৫) কোরআন শিক্ষা করে অযত্নে র কারণে ভুলে যাওয়া, ২৬) বাদশাহ বা কোন উপরস্থ ব্যক্তির কাছে কারো নামে চুগলি করা,

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭) ক্ষমতা থাকা সত্বেও আমর বিল মারুফ ও নাহি অনিল মনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ না দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে কাউকে বিরত না করা, ২৮) কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা, ২৯) বিনা কারনে স্ত্রীর স্বামী সহবাসে অসম্মত হওয়া, ৩০) আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, ৩১) আল্লাহর শাস্তি থেকে নির্ভয় হওয়া, ৩২) কোরআন ধারীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা, ৩৩) নিজের স্ত্রীর সাথে যেহার করা,

৩৪) নির্ভয়ে বার বার গুনাহ করতে থাকা যদিও তা সাগীরা গুনাহ হয়, ৩৫) যাদু বা টোনা করা, ৩৬) হেরাম শরীফে গুনাহের কর্ম করা, ৩৭) গনকের কথা বিশ্বাস করা,

(আশয়াতুল লামায়াত ও শরহে আকায়েদ)

কবীরা গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়ে খাঁটি তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তা ক্ষমা করে দেন (যদি তা কোন মানুষের হক না হয়) অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে বিনা তওবায়ও ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু শিরক ও কুফরীকে তিনি এভাবে ক্ষমা করবেন না। এর একমাত্র উপায় হল, তা থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া আর কারো হক সম্পর্কীয় কবীরা গুনাহ হলে (যথা গীবত ও অনুমতি ছাড়া মাল খরচ) তা হকদার থেকে মাফ করে নেওয়া।

(আশয়াতুল লামায়াত ও শরহে আকায়েদ)

হাদীস ১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে হাদীস বর্ণিত যে, তিনি বলেন–এক ব্যক্তি বলল ইয়া রাসুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি ?

তিনি বললেন–আল্লাহর কোন শরীক সাব্যস্ত করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

সে বলল তারপর কোনটি ?

তিনি বললেন–তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এই ভয়ে সন্তান হত্যা করা।

সে বলল তারপর কোনটি ?

তোমার প্রতিবেশী স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

এরই সমর্থনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদ স্বীকার করে না, আল্লাহ যাদেরকে হত্যা হারাম করেদিয়েছেন আইনগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। (বোখারী শরীফ ও মুসলীম শরীফ) মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ১৬

২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–কবীরা গুনাহ সমূহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।

(বুখারী শরীফ) মিশকাত শরীফ ১৭ পৃষ্ঠা।

৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে দুরে থাকো।

সাহাবীগণ বললেন–ইয়া রাসুলুল্লাহ ! সে সাতটি বিষয় কি ?

তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, জিহাদের মাঠ থেকে পলায়ন করা এবং নির্দোষ বে-খবর মুসলমান নারীদের নামে ব্যাভিচারের দুর্ণাম রটানো।

(বোখারী শরীফ ও মুসলীম শরীফ) মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ১৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩) হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –ব্যাভিচারী ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যাভিচার করতে পারে না, চোর ঈমান থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না, মদখোর ঈমান থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারে না, ডাকাত ঈমান থাকা অবস্থায় ডাকাতী করতে পারে না, তোমাদের কেউ ঈমান থাকা অবস্থায় গনীমতের মাল খিয়ানত করতে পারে না, অতএব সাবধান। সাবধান। (এই গুনাহ হতে দূরে থাকবে) (বুখারী শরীফ ও মুসলীম শরীফ)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে, হত্যাকারী মোমিন অবস্থায় হত্যা করতে পারে না, ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমি হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বললাম কিভাবে তার ঈমান বের হয়ে যায় ? তিনি তাঁর দুইহাতের আঙ্গুল সমূহকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পরে তা টেনে নিয়ে বললেন–এই ভাবে। তারপর যদি সে তওবা করে তবে ঈমান এই ভাবে ফিরে আসে। একথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুল সমূহকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর আবু আব্দুল্লাহ বুখারী বলেছেন, সে মুমিন থাকে না এর অর্থ হলো সে পরিপূর্ণ ঈমাম থাকে না, অথবা ঈমানের নুর থাকে না। (মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ১৭)

৫) হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি ক) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে খ) যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে গ) যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত হিসাবে রাখা হয় সে তার খিয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলীম শরীফ)

ইমাম মুসলীম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনায় এটাও রয়েছে সে যদিও নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং মনে করে যে সে মুসলমান। (মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ১৭)

৬) হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে ১০টি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। উপদেশগুলো হল ১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, ২) তুমি তোমার পিতা মাতার অবাধ্য হবে না যদি তারা তোমাকে তোমার পরিবার পরিজনকে ও তোমার ধন সম্পদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। ৩) ইচ্ছা করে কখনও ফরজ নামাজ ছাড়বে না, কেননা যে ইচ্ছা করে ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয় তার থেকে আল্লাহর হিফাজতের দায়িত্ব উঠে যাবে। ৪) কখনও মদ পান করবে না, কেননা তা সমস্ত অশ্লিল কাজের মূল। ৫) সর্বদা গুনাহের কাজে থেকে বিরত থাকবে, কেননা গুনাহের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়। ৬) সাবধান, জিহাদ থেকে পালাবে না, যদিও সবাই ধ্বংস হয়। ৭) যখন লোকের মধ্যে মহামারী দেখা দেবে আর তুমি সেখানে থাকো তখন তথায় অবস্থান করবে। ৮) তোমার সামর্থ অনুযায়ী তোমার পরিবার পরিজনের জন্য ব্যায় কর কার্পণ্য করে তাদের খাওয়ার কষ্ট দিবে না। ৯) তাদের (পরিবারের লোকেদের) আদব কায়দা শিক্ষাদান এর লাঠি কখনো প্রত্যাহার করবে না। ১০) এবং আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে, (আহমদ) মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ১৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

বে-মেসাল বাশার

পূর্ব প্রকাশিতের পর

গত সংখ্যায় শাফায়াতকারী নবী পবিত্র কোরআনের আলোকে আলোচিত ও প্রমাণিত হয়েছে এই সংখ্যায় পবিত্র হাদীসের আলোকে নবীপাক শাফায়াতকারী

১) মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ৫১– ১ হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- কিয়ামতের দিনে আমি মানবজাতীর সর্দার হব । আমিই সর্ব প্রথম কবর হতে উত্থিত হব। সকলের পূর্বেই আমি সুপারিশ করব এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে। (মুসলীম)

২) বোখারী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ১১১৩⇨ ইবনে মাজা পৃষ্ঠা ৩২৯ ⇨ হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন- প্রত্যেক নবীদের জন্য একটি বিশেষ দোয়া ছিল যা তাঁরা করে নিয়েছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের শাফায়াতের সেই দোয়া রেখে দিয়েছি।

৩) ইবনে মাজা ৩২৯ পৃষ্ঠা ⇨ হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি যে তিনি বলেছেন–কিয়ামতের দিনে আমার শাফায়াত আমার উম্মাতের কবীরা গুনাহকারীদের জন্য।

ইবনে মাজা উক্ত হাদীসের ৬নং টীকাতে লিখেছেন-আমার শাফায়াত গোনাহগারদের জন্য। কিন্তু প্রত্যেক মুত্তাকী পরহেগার, আওলিয়াগণের দরজা উচ্চ করার জন্য আমার শাফায়াত হবে।

৪) মেশকাত শরীফ ৪৮৮ পৃষ্ঠা ⇨ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে মুমিনগণকে আটক করে রাখা হবে এমনকি এতে তারা খুবই অস্থির এবং চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়বে এবং বলবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট কারো দ্বারা শাফায়াত অর্থাৎ সুপারিশ করালে হয়ত আমাদের এ বর্তমান এই অবস্তা হতে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করতে পারতাম। সুতরাং তখন তারা হযরত আদম আলায়হিস সালাম এর নিকট গিয়ে বলবে, আপনি সমস্ত মানবজাতীর পিতা, আল্লাহ নিজ হস্তে আপনাকে বানিয়েছেন এবং বেহেস্তে বসবাস করতে দিয়েছেন। ফেরেশতাগণ দ্বারা আপনাকে সাজদা করিয়েছেন এবং সমগ্র বস্তুর নাম আপনাকে শিখিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন যাতে তিনি আমাদেরকে এই ক্লেশকর স্থান হতে মুক্ত করে স্বস্তি ও শান্তি দান করেন। তখন আদম আলায়হিস সালাম বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য উপযুক্ত নই

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবীপাক বলেন–তখন তিনি গাছ হতে ফল খাবার অপরাধের কথা যা হতে তাকে নিষেধ করা হয়েছিল তার স্মরণ করবেন। তিনি বলবেন বরং তোমরা জগদ্বাসীর জন্য প্রেরীত সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার নবী নুহ আলায়হিস সালামের নিকট গমন কর। অতএব তারা সকলে নুহ আলায়হিস সালামের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য উপযুক্ত নই। আর সাথে সাথে তিনি সে অপরাধের কথা স্মরণ করবেন যে ভুলবশতঃ তার ছেলেকে পানিতে না ডুবানোর জন্য নিজ প্রতিপালকের নিকট যে প্রার্থনা করেছিলেন। (তখন তিনি বলবেন) বরং তোমরা আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু ইব্রাহিমের নিকট যাও। তারপর নবীপাক বলেন, এবার লোকগণ হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস সালামের নিকট উপস্থিত হবে, কিন্তু তিনি বলবেন আমি তোমাদের এই কাজের জন্য উপযুক্ত নই। আর তিনি তার তিনটি মিথ্যা উক্তির কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন বরং তোমরা হযরত মুসা আলায়হিস সালামের নিকট যাও। তিনি আল্লাহর এই রকম নবী যাঁকে আল্লাহ তাওরাত কেতাব দান করেছেন। তাঁর সাথে একান্তে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নৈকট্য দান করে রহস্যের অধিকারী বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ বলেন, তখন লোকগন হযরত মুসা আলায়হিস সালামের নিকট আসলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য উপযুক্ত নই। তখন তিনি তার সেই প্রাণনাশের অপরাধের কথা স্মরণ করবেন যা তার হাতে ঘটেছিল। তিনি বলবেন তোমরা বরং আল্লাহর বান্দা ও রাসুল এবং আল্লাহর কলেমা ও রুহ ঈশা আলায়হিস সালামের নিকট যাও। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-তখন সকলেই হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের নিকট উপস্থিত হবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য উপযুক্ত নই বরং তোমরা হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যাও। তিনি এই রূপ আল্লাহর বান্দা যাঁর কারণে তাঁর গোনাহগার উম্মাতের পূর্বাপর সকল গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন।

নবীপাক বলেন তখন তারা আমার নিকট আগমন করবে। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে তার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমি যখন তাঁকে দেখব তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পতিত হব। তখন আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ ইচ্ছা এই অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মহম্মদ, তোমার মস্তক উত্তোলন করো এবং তোমার কথা বলো, তা শোনা হবে, তুমি সুপারিশ করো তা কবুল করা হবে। আর তুমি প্রার্থণা করো, তুমি যা চাইবে তা দান করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আমার রবের এরূপ প্রশংসা এবং গুনগান করব যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। তারপর আমি শাফায়াত করব কিন্তু সেই ব্যাপারে আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবার হতে উঠে আসব এবং সে নির্দিষ্ট সীমার লোকদেরকে দোযখ হতে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করাব। অতঃপর আমি ফিরে এসে আমার রবের দরবারে তার নিকট হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে আমি যখন তাঁকে দেখব তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পতিত হব এবং আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে তদবস্থায় রাখবেন, অতঃপর বলবেন, হে মহম্মদ, মস্তক উত্তোলন করো, আর তোমার কথা বলো তা শোনা হবে, সুপারিশ করো, মঞ্জুর করা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর প্রার্থনা করো তোমার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করে প্রতিপালকের এমন প্রশাংসা ও গুনগান করব, যা আমাকে শিখিয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর আমি শাফায়াত করব কিন্তু এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবার হতে উঠে আসব এবং সে নির্দিষ্ট সীমার লোকদেরকে দোযখ হতে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বার ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাজির হওয়ার প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখনই আমার রবকে দেখব তখনই সিজদায় পতিত হব। আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে সিজদায় থাকতে দিবেন, তারপর আল্লাহ বলবেন, হে মহম্মদ, মস্তক উত্তোলন কর এবং যা বলার বলো, তা শোনা হবে.। সুপারিশ করো তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা করো, যা চাইবে তা দেওয়া হবে।

নবীপাক বলেন-তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আমার রবের এরূপ প্রশাংসা এবং গুনগান করব যা তিনি আমাকে সে সময় শিখিয়ে দিবেন। তারপর আমি শাফায়াত করব কিন্তু সেই ব্যাপারে আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবার হতে উঠে আসব এবং সে নির্দিষ্ট সীমার লোকদেরকে দোযখ হতে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করাব। অবশেষে কোরআন যাদের আটকে রাখবে অর্থাৎ কোরআন পাকের ঘোষনা মুতাবিক যাদের চিরস্থায়ী সাজা নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে তারা ব্যাতিত আর কেউই দোযখে থাকবে না। রাবী হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোরআনের এ আয়াত যার অর্থ হলো "আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌছে দিবেন" পাঠ করলেন এবং বললেন এটাই সে মাকামে মাহমুদ তোমাদের নবীকে যার ওয়াদা করা হয়েছে। (বোখারী শরীফ, মুসলীম শরীফ)

৫) মেশকাত শরীফ ৪৮৯ পৃষ্ঠা হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, নবীকারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে আমার সুপারিশ লাভের ব্যাপারে কিয়ামতে সে ব্যক্তিই সর্বাধিক ভাগ্যবান হবে যে তার মনে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে। (বোখারী)

৬) মেশকাত শরীফ ৪৯২ পৃষ্ঠা–হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেন যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–আমার উম্মাতের এক জামায়াতকে আমার সুপারিশে দোযখের অগ্নি হতে বের করে আনা হবে যাদের নাম দোযখী হয়ে গিয়েছিল। (বোখারী)

৭) মেশকাত শরীফ ৪৯৩ পৃষ্ঠা–হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন আমি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিবেদন করলাম যে কিয়ামতের দিবসে অণুগ্রহ করে আমার জন্য সুপারিশ করবেন। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন করব। তিনি বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনাকে কোথায় তালাস করব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–প্রথমে তুমি আমাকে পুলসিরাতে তালাস করবে। তিনি বললেন–যদি আপনাকে পুলসিরাতে না পাই? হুযুর বলেন–তখন তুমি আমাকে মিজানে তালাস করবে। তিনি বললেন–যদি আপনাকে মিজানে না পাই ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে তুমি আমাকে হাওজে কাওসারের নিকট তালাস করবে মনে রাখবে আমি এই তিন স্থান হতে অনুপস্থিত থাকব না। (তিরমিজি)

৮) মেশকাত শরীফ ৪৯৫ পৃষ্ঠা হযরত ওসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–কিয়ামতের দিনে তিন প্রকারের লোক সুপারিশ করবেন। তারা হলেন নবী রাসুলগণ, তারপর আলেমগণ তারপর শহীদগণ। (ইবনে মাজা)

৯) মেশকাত শরীফ ৪৯৪ পৃষ্ঠা–হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল জায়দা হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমি নবীপাককে বলতে শুনেছি আমার উম্মাতের মধ্যে এক ব্যক্তির সুপারিশে বানী তামীম গোত্রের লোক সংখ্যা হতে অধিক লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিজি, ইবনে মাজা)

১০) মেশকাত শরীফ ৪৯৪ পৃষ্ঠা–হযরত আবু সাঈদ হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তি বিরাট একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একটি কাবিলার জন্য সুপারিশ করবে অথবা কেউ নিজ আত্মীয় স্বজনের জন্য সুপারিশ করবে, আবার কেউ শুধু একটি লোকের জন্য সুপারিশ করবে। শেষ পর্যন্ত আমার সকল উম্মাত বেহেশতে প্রবেশ করবে। (তিরমিজি)

১১) জামিউস সাগিয়া ২য় খন্ড ৩৩ পৃষ্ঠা–নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–কিয়ামতের দিনে আমার শাফায়াত সত্য, যে ব্যক্তি ইহার উপর ঈমান আনবে না তার জন্য কোন শাফায়াত নাই।

১২) আল মাসনাদ লে আহমদ বিন হাম্বল ২য় খন্ড ৩০৭ পৃষ্ঠায় বর্নিত যে হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ এবং আমার রেসালাত এর উপর সঠিক বিশ্বাসের সঙ্গে স্বাক্ষী দিবে যে তার জবান দিলের এবং দিল জবানের সঙ্গে মিল থাকবে তার জন্য আমার শাফায়াত।

১৩) তিরমিজি ২য় খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন– যে নবীপাককে "মাকামে মাহমুদ কি" তার সমন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল ।

তিনি বলেন–উহা শাফায়াত।

ইহা ছাড়াও মাসনাদে আহম্মাদ বিন হাম্বালে হযরত আবু হোরায়রাহ হতে বর্নিত যে নবীপাককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আপনাকে মাকামে মাহমুদ দান করা হবে সেটা কি ?

তিনি বললেন–সেটা শাফায়াত।

ফকিহ ও উলামাগণের নিকট শাফায়াত

১) হযরত ইমাম আযম ফেকাহে আকবর পৃষ্ঠা ৩ এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন হযরত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম এর শাফায়াত সত্য। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গুনাহগার মুসলমান এবং কাবিরা গুনাহগার যারা শাস্তির যোগ্য তাদের জন্য সত্য এবং নির্দিষ্ট।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২) আশয়াতুল লুমাত ৪র্থ খন্ড ৪০৮ পৃষ্ঠা হযরত শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–শাফায়াত হক বা সত্য। উহা অস্বীকার করা বদ মাজহাবী ও গোমরাহী এবং ইহা খারজী ও মুতাজেলা পথ ভ্রষ্টদের মত।

৩) হযরত মূল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন যে ইমাম নববী এর কেতাব শারাহ মুসলীম এর মধ্যে ইমাম কাজী আইয়াজ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ননা করেছেন যে–আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মাজহাব এই যে, (আকলান) জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে শাফায়াত জায়েজ এবং তার ওয়াজেব হওয়া সেমায়ী অর্থাৎ গতানুগতিক। কেননা খোদা তায়ালার পরিস্কার আয়াত–ইয়াওমায়েজীন লা তাসফায়ুস শাফায়াতু ইল্লা মান আজিনা লুহুর রহমানু ওয়া রাদিয়ালাহু কাওলান" (পারা ১৬, রুকু ১৫) অর্থাৎ ঐদিন কারো শাফায়াত কাজ দিবে না কিন্তু যে ব্যক্তিকে আল্লাহ (শাফায়াত করার) হুকুম দিবেন এবং যার কথাকে পছন্দ করেন। এই আয়াত ছাড়াও আরো বহু হাদীস হতে কিয়ামতে শাফায়াত প্রমাণিত। শাফায়াত সত্য ইহার উপর সলফে সালেহীন এবং সমস্ত আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের একমত (মিরকাত ৫ম খন্ড ২৭৭ পৃষ্ঠা)

উপরের আলোচনা হতে এবং কোরআন ও হাদীসের প্রমানাদি হতে প্রমাণিত দয়ার নবী, নবীগণের নবী বিশ্ব নবী শাফায়াতকারী নবী, হাসরের ময়দানে যখন বিশ্ব মানব অস্থির হয়ে পেরেশান হয়ে ছুটে বেড়াবে সমস্ত নবী-রাসুলগণ যখন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শাফায়াত করতে অস্বীকার করবেন সেই কঠিন বিপদের সময়ে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর উপযুক্ত প্রশাংসা ও গুনগান করে শাফায়াতের দরওয়াজা উন্মুক্ত করবেন। নিজ উম্মতগণকে শাস্তি হতে দোযখ হতে মুক্তি প্রদান করবেন। তারপর অন্যান্য নবী রাসুলগণ শাফায়াত করতে আরম্ভ করবেন। কিন্তু বিশ্ব নবীর প্রথম শাফায়াত ছাড়া শাফায়াতের দরওয়াজাই উন্মুক্ত হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকেই মাকামে মাহমুদ প্রশংসিত স্থান শাফায়াত করার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান দান করেছেন। আল্লাহ তাঁর হাবিব বিশ্ব নবীকেই"লেওয়াউল হামদ" নামক ঝান্ডা প্রদান করেছেন যার ছায়া তলে আদম আলায়হিস সালাম হতে মোমেন মুসলমান অবস্থান করবেন। তাঁর ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা সেদিন সকলের সম্মুখেই প্রকাশিত হবে, সকলেই তাঁর প্রশাংসায় মগ্ন হবেন। তিনি রহমতের নবী, বিশ্ব নবী, তিনিই মহম্মদ, তিনিই আহম্মদ তার তুলনা নাই তিনি বে-মেসল নবী, বে-মেসল বাশার। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

যাঁর রহমতে, দয়াতে মুক্তি দুনিয়া আখেরাতে
নাজাত যাঁর শাফায়াতে,
কবরে, হাসরে, পুলসেরাতে
সেই দয়ার নবী বে-মেসল নবীর প্রতি লাখো সালাম
সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম
নওবাহারে শাফায়াত পে লাখো সালাম।

আগামী সংখ্যায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

মারকাজি দারুল ইফতার গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়া

বেরেলী শরীফ ইউপি

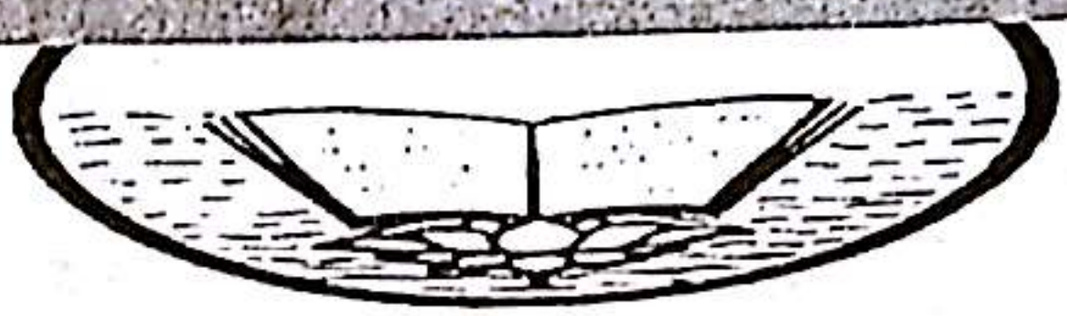

প্রশ্ন ঃ—(১) কি বলেন উলামায়ে দ্বীন ও নির্ভরযোগ্য শরীয়তের মুফতীগণ, নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে ঃ—

১। Islamic Scholar নামে বিখ্যাত ডাঃ জাকির নায়েক তার বক্তব্যে এই বাক্যটি ব্যবহার করেছে যে, হুজুর আলায়হি সাল্লাম মরে গেছেন, তার নিকট চাওয়া হারাম ও শেরেক। যদি তার নিকট চাওয়া হারাম হয় তবে ঐ সমস্ত ছোট ছোট বাবাদের (পীর, ওলিদের) কি যোগ্যতা আছে ? (তার বক্তব্যের সার অংশ) উক্ত বক্তব্যের মধ্যে সে এটাও বলেছে যে মহম্মদ রসুলুল্লাহ কে মান্য করাও হারাম।

২। ডাঃ জাকির নায়েক এটাও বলেছে যে, কোরআনের মধ্যে শিফা শব্দ এসেছে ২৫ বার। শিফা শব্দের অর্থ ওসিলাহ। আর বর্তমানে হুজুর আলায়হিস সাল্লামকেউ অসিলাহ্ বানানো হারাম। অবশ্য কিয়ামতের দিন আল্লাল্লাহ তায়ালা তাকে যখন ক্ষমতা দিবেন তখন তিনি সুপারিশ করবেন।

৩। এই যে, culture রয়েছে যে আমাদের পূর্বপুরুষ (বাপ-দাদা) কখনো হিন্দু থেকে থাকবেন এবং মন্দিরে গিয়েও থেকেছেন আর আমরা মাজারে যাচ্ছি কিন্তু মাজারে যাওয়া হারাম তারা (মাজারবাসী) মরে গেছেন। আমরা তাদের জন্য দুআ তো করতে পারি যে হে খোদা তাদেরকে জান্নাত দাও, তাদেরকে রহমত দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমরা তাদেরকে এই কথা বলতে পারিনা যে আপনারা তাদের জন্য দুয়া করুন, যেন আমাদের এই কাজ হয়ে যায়, ঐ কাজ হয়ে যায়।

৪। এই যে জাকির নায়েক এর বক্তব্য হচ্ছে, ইয়াজিদ আমিরুল মোমেনীন ছিলেন। ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং নায়েক সাহেব ইয়াজিদের নামের সাথে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং রহমাতুল্লাহ আলায় বাক্যগুলি ব্যবহার করেছে। উপরোক্ত কারবালার জেহাদকে রাজনৈতিক এবং ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছে এটা কতদুর সত্য ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

১। দেওবন্দের চারজন বিখ্যাত কাফের মৌলবীকে সে মুসলমান বলে ধারণা করে এবং তাদের নামগুলি স্ব-সম্মানে নিয়ে যাকে অতএব হুজুর এর নিকট বিধায় প্রার্থনা এই যে, উল্লিখিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর কোরআন ও হাদীসের আলোকে দিয়ে বাধিত করবেন। (বর্ণনা করুন ও পূণ্য অর্জন করুন)

প্রশ্নকারী- আব্দুল ক্বাদীর ত্বাহসিনি, সভাপতি-আঞ্জুমানে তাহব্বুজে শরীয়ত, লক্ষ্ণৌ

(৭৮৬) উত্তর ঃ—১) (হে আল্লাহ ন্যায় ও সঠিক পথের হেদায়াত দিন)

উত্তর নং- (১) সমস্ত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) বিশেষ করে বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বাস্তব শারীরিক পার্থিব জীবনের সহিত জীবিত রয়েছেন। তাঁরা নিজ নিজ কবরে নামাজ পড়েন, শুনতে পান, দেখতে পান এবং জানতে পারেন। সালামকারী ব্যক্তিদের সালামের উত্তর দেন। চাহানে ওয়ালাদের দান করেন এবং যেভাবে চান সেভাবেই তারা ক্ষমতা প্রদান করেন।

ক) হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আল্লাহর রাসুল বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ মাটির উপর হারাম করেছেন নবীগণের শরীর মোবারক খাওয়া। সুতরাং আল্লাহর নবীগণ জীবিত ও রুজি প্রাপ্ত। (ইবনে মাজা)

খ) আউস বিন আউস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আল্লাহর রসুল বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ মাটির উপর নবীগণের শরীরকে খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, নাসায়ী, দারমি, ইত্যাদি)

গ) হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আল্লাহর রাসুল বলেছেন সমস্ত নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন, তাঁরা নামাজ পড়েন। (খাসাইস)

ঘ) আল্লামা আলী ক্বারী আলায়হির রহমা লিখেছেন সমস্ত নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। তিনি আরো লিখেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবিত রুজি প্রাপ্ত এবং এবং তাঁর থেকে সমস্ত প্রকার সাহায্য চাওয়া যায়। (মিরকাত)

ঙ) শায়েখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দীসে দেহলবী বলেন আল্লাহর পয়গম্বর জীবিত আছেন পার্থিব বাস্তব জীবনের সহিত। তিনি আরো লিখেছেন নবীগণের মরনোত্তর জীবনের সহিত বেঁচে থাকা সর্বসম্মত ক্রমেই সাব্যস্ত হয়েছে। এতে কারো দ্বিমত নেই। এবং শারীরিক, পার্থিব, বাস্তব জীবন। আধ্যাত্মিক বা আত্মিক জীবন নয়, যেমনটি শহীদগণের নয়। (আশয়াতুল লুমাত)

চ) আল্লামা খাফফাজী আলাইহির রহমা বলেন, সমস্ত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) বাস্তব সত্য জীবনের সহিত নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। (নাসিমুর রিয়াদ)

ছ) আল্লামা সারানবুলালী আলায়হির রহমা বলেন ইসলামী গবেষক ওলামাদের নিকট এটা প্রমাণিত যে, হুজুর আলায়হিস সালাম জীবিত তাঁকে রুজি দেওয়া হয় এবং তিনি সমস্ত ইচ্ছা এবং উপাসনাবলী করে তৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু যারা ঐ মহান মর্যাদা পর্যন্ত পৌছাতে পারে না তাদের দৃষ্টিগোচর থেকে তিনি আড়ালে। (নুরুল ইজা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত পুস্তকের টীকা লিখতে গিয়ে নায়েক সাহেবের দলের মৌলবী মহম্মদ এজাজ আলী দেওবন্দী লিখেছেন–তার বক্তব্য যে তিনি আড়ালে আছেন। হুজুর আলায়হিস সালামের ওফাতের পর এর উদাহারণ হচ্ছে এই রকম যে, একটি ঘরের মধ্যে আলো যে ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ঐ আলো ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট গোপন রাখা, যারা ঘরের বাইরে আছে। কিন্তু হুজুরের নুর এই ধরণের বরং তার চাইতেও উন্নত। এই কারণে হুজুরের ওফাতের পর তার স্ত্রীগণকে বিবাহ করা হারাম এবং উত্তরাধিকার আইন তার ক্ষেত্রে প্রযোয্য নয়। তার ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তিতে কেননা এই দুটিই হচ্ছে মরনের বিধান। (টীকা নুরুল ইজা)

পবিত্র হাদিস দ্বারা এবং ইমামগণের বক্তব্য দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, সমস্ত নবীগণ বিশেষ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ নিজ কবরে পার্থিব, বাস্তব জীবনের সহিত জীবীত আছেন। আর সেই আক্বিদা বিরুদ্ধচারণকারী সমস্ত মত পথ ভ্রান্ত ও খন্ডনকৃত এবং আগে উপরে সমস্ত ইমাম এর খেলাপ। হ্যাঁ এই বুলি ইসমাইল দেহলবীর হতে পারে। স্বীয় খন্ডিত ঐ বক্তব্যের আলোকে ডাঃ জাকির নায়েক এবং তার সমর্থকদেরকে নিজেদের কলেমা ও পরিবর্তন করে নেওয়া উচিৎ কারণ কলেমা যে তৌহিদের মধ্যে রয়েছে মহম্মাদূর রাসুলুল্লাহ অর্থাৎ মহম্মদ আল্লাহর রাসুল রয়েছেন। যদি তাঁর রেসালাত বাকী থাকে তো অবশ্যই নিঃসন্দেহে তার পবিত্র সত্বাও বাকী মওজুদ আছে। কেননা রেসালাত হচ্ছে বিশেষন আর বিশেষনের উপস্থিতি বিশেষ্য ছাড়া অসম্ভব।

বাকী রইল নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে চাওয়া, তো এটাতো কোরআন মজীদের মধ্যেই আছে এবং ভিক্ষুককে ধুমকী দিওনা। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসিয়াতুস সাবী আলাল জালালাইন এ আছে এবং আপনার রব আপনাকে পেলেন নিসম্পদ অতঃপর সম্পদশালী করে দিলেন"। এর অর্থ হচ্ছে হে প্রিয় হাবিব আপনি আমার বান্দাদেরকে সম্পদশালী করুন এবং তাদেরকে দান করুন যেমন আমি আপনাকে সম্পদশালী করেছি এবং দান করেছি। যদি হুজুর আকরামের কাছে চাওয়া হারাম ও শেরেক হতো তাহলে আল্লাহ তায়ালা কখনই এই নির্দেশ দিতেন না। এই কারণে হুজুরের নিকটে চাওয়া কখনই হারাম ও শেরেক নয় বরং মূল ঈমান। আর তার এই বক্তব্য যে মহম্মদ রসুলুল্লাহ কে মান্য করা হারাম এটা কুফরী কথা। এ মন্তব্য কারী ডাঃ জাকির নায়েক কাফের। আর এই বুলি মৌলবী ইসমাইল দেহলভীর। সে লিখেছে আল্লাহ কে মান্যকরা। আর কাউকে মান্য কোরানো।

উত্তর নম্বর-২ঃ–আল ওসিলাহ ঃ–যার দ্বারা কারো নৈকট্য লাভ করা যায় তাকেই ওসিলাহ বলা হয়। (তারিকাত)। সাহাবায়ে কেরাম বরং হুজুর আলাইহিস সালামের নিজেরই এই বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ কারী দেরকে ওসিলাহ বানানো জায়েজ আছে।

হযরত উসমান বিন হানিফ হতে বর্নিত আছে যে, জনৈক দৃষ্টিহীন সাহাবী হুজুর আলাইহিস সালামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করলেন যে আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করুন তিনি যেন আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। হুজুর বললেন যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার জন্য দুয়া করছি। আর তুমি যদি ধৈর্য্য ধারন কর তবে সেটা হবে তোমার জন্য উত্তম। উক্ত সাহাবী অনুরোধ করলেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে আপনি আমার জন্য দুয়া করুন। তখন হুজুর ঐ সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন যে তুমি ভালো করে ওজু করো এবং দুরাকাত নামাজ পড় আর এই বলে দুয়া করো,হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাইছি এবং হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহো তায়ালা আলাইহিস সালামের ওসিলায় তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি যিনি দয়ার নবী। হে আল্লাহর রসুল আমি আপনার ওসিলাহ নিয়ে স্বীয়রবের দিকে মনোনিবেশ করছি। আমার এই প্রয়োজনে যেন সেটা পূর্ন হয়। হে আল্লাহ আমার জন্য হুজুরের সুপারিশ কবুল করুন। অতপর ঐ সাহাবী হুজুরের কথাগুলির উপর আমল করে দাঁড়াল তখন সে দৃষ্টি প্রাপ্ত হল।(তিরমিজি ও খাসাযেম) এই হাদিস দ্বারা প্রমান হল যে,হুজুর প্রিয় নবীর এটাই আক্কিদাহ যে আমাকে আল্লাহর দরবারে ওসিলাহ বানানো জায়েজ আছে। এবং দুয়া কবুল হওয়ার কারণ। যদি এটা হারাম হতো তাহলে হুজুর নিজের ওসিলাহ দিয়ে দুয়া করার জন্য ঐ দৃষ্টিহীন সাহাবীকে কখনোই আদেশ করতেন না।

সুপারিশ করার মর্যদা হুজুরকে দান করে দেওয়া হয়েছে। এমন নয় যে কেয়ামতের দিন দান করা হবে,তখন তিনি সুপারিশ করবেন। হুজুর নিজে বলেছেন যে সুপারিশ করার ক্ষমতা আমাকে দান করে দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ কোরআনে এরশাদ করেন এবং হে প্রিয় নবী নিজের নিকটতম এবং সাধারন মুসলমান নরনারীদের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তফসিরে খাজিনে আছে যে,এবং আপনি গুনাহ এর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অর্থাৎ আপনার পরিবার বর্গের এবং মুসলিম নরনারীদের ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অর্থাৎ আপনার পরিবারবর্গ ছাড়াও। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই উম্মতকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যেখানে হুকুম দেওয়া হয়েছে এই উম্মতের পয়গম্বরকে তিনি যেন উম্মতের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এবং তিনি তাদের মধ্যে গ্রহণ যোগ্য সুপারিশকারী হন। "সারা আক্কায়েদে" আছে যে শাফায়াত সমস্ত রসুল এবং নেক লোকদের জন্য প্রমানিত। শাফায়াতের মর্যাদা হুজুরের অর্জনকৃত সম্পদ। যখন চান,যারজন্য চান, তিনি সুপারিশ ফর্মান তবে হ্যাঁ কেয়ামতের দিন শাফায়াতের মহান মর্যাদা পাওয়া হুজুরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট। যতক্ষন পর্যন্ত হুজুর শাফায়াতের দ্বার উদঘাটন না করবেন কারোর শাফায়াত করার সাহস হবে না। বরং আসলে যত সুপারিশ কারী তারা হুজুরের দরবারেই শাফায়াত নিয়ে আসবেন। এবং সারা সৃষ্টির মধ্যে থেকে কেবলমাত্র হুজুরেই আল্লাহর দরবারে সুপারিশ কারী হবেন। অসংখ্যা হাদিসের মধ্যে শাফায়াতের স্পষ্টতার প্রমান আছে। হুজুর বলেছেন যে,আমার উম্মতের বড় বড় পাপীদের জন্য আমার শাফায়াত রয়েছে। তবে শাফায়াতের অস্বীকার কারীদের জন্য নয়। আর একটি হাদিসে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে হুজুর বলেছেন যে,আমার শাফায়াত কেয়ামতের দিন মহাসত্য। যারা এটা অস্বীকার করবে তারা এই শাফায়াত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

উত্তর নম্বর-৩ ঃ–ওলিদের মাজার এবং সাধারন মুসলমানদের কবর জিয়ারতে যাওয়া জায়েজ এবং প্রিয় নবীর সুন্নত। হাদিসে আছে হজরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্নিত তিনি বলেন হুজুর আলাইহিস সালাম যখনই তার গৃহে রাত্রিযাপন করতেন, রাতের শেষের দিকে উঠে হুজুর মদিনার কবরস্থান জান্নাতুল বাক্কীতে চলে যেতেন।(মুসলিম ও মিশকাত শরীফ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মহম্মদ বিন নুমান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত,তিনি বলেন আল্লাহর রসুল বলেছেন,যে ব্যক্তি পিতা-মাতা অথবা দু'জনার মধ্যে যে কোন একজনের প্রত্যেক জুম্মা-কবর জিয়ারত করবে তাদের কে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং নেককার বলে লিখে দেওয়া হবে। উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রকাশ হয় যে, হুজুর এর নিকট কবর জিয়ারত করা অবশ্যই জায়েজ বরং যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম্মা পিতা মাতার কবর জিয়ারত করবে তার জন্য রয়েছে ক্ষমার সুসংবাদ। যদি মাজারে যাওয়া হারাম হতো তাহলে প্রিয় নবী জান্নাতুল বাকী গোরস্থান জিয়ারত করতে যেতেন না এবং পিতা মাতার কবর জিয়ারত কারী সন্তানদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ দিতেন না। মাজারবাসীদের সম্পর্কে নায়েক সাহেবের এই মন্তব্য যে আমরা কবরবাসীকে এই কথা বলতে পারিনা যে আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন যেন আমাদের এই কাজ হয়ে যায়।

নায়েক সাহেবের সমর্থক সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলীর ভাগ্নে এবং মুরিদ ও খলিফা সৈয়দ মহম্মদ আলী যিনি শায়েখ নাজদীর দলের লোক ছিলেন। তার বক্তব্যতো শায়েখ নাজদীর অণুসারীগণ এবং ডাঃ নায়েক এর জন্য দলিল হয়ে দাঁড়াবে। তিনি লিখেছেন-মধ্য রাতের কাছাকাছি আমরা সারাফ নামক জঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে জগৎ জননী সৈয়দা মাইমুনার বরকতময় মাজার ছিল। হঠাৎ দেখি সেদিন খাবার এবং পানীয় আমাদের কাছে কিছু ছিল না। যখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম তখন প্রচন্ড ক্ষিদে পেয়েছিল, আমার শক্তি হ্রাস পেতে লাগলো এবং মুখমন্ডল মলিন হয়ে পড়লো। আমি সকলের কাছে রুটি চাইলাম কারো কাছে পেলাম না, শেষ পর্যন্ত আমি নিরুপায় হয়ে হযরত মায়মুনার মাজার জিয়ারত করতে গেলাম এবং ভিক্ষুকের ন্যায় ডাক দিয়ে আমি অনুরোধ করলাম হে আমার দাদীজান, আমি আপনার মেহমান, কিছু খাবার থাকলে আমায় দিন। আপনার দরবার ও দান থেকে আমকে বঞ্চিত করবেন না। তারপর আমি সালাম দিলাম, ফাতেহা পড়লাম এবং তাঁর আত্মাতে বখশে দিলাম এবং তার কবরে মাথা রেখে দিলাম। এরপর সকলের রুজি দাতা আল্লাহ তায়ালা আমার সমস্ত অবস্থাদী যিনি ওয়াকিবহাল তার তরফ থেকে আমাকে দুটো টাটকা আঙ্গুরের থোঁকা দেওয়া হল। আশ্চর্যের কথা হল এইযে তখন সেখানে শীত কাল ছিল। সে সময় সেখানে আঙ্গুরের একটি দানাও পাওয়া যায় না। এই থোঁকা থেকে আমি কিছু খেলাম বাকীটা ঘরে নিয়ে এসে একাকটা দানা সকলকে বিতরণ করলাম।

নায়েক সাহেব চিন্তু করুন, তার বক্তব্য ছিল মাজারে যাওয়া হারাম। আমরা বলতে পারিনা যে আমাদের জন্য দোয়া করুন, যেন আমাদের এই কাজ এই কাজ হয়ে যায় যেখানে তার দলের পীর সব দিক থেকে নিরাশ হয়ে গেল এবং পেট ভরাবার জন্য কোথাও রুটি না পেয়ে শেষে সৈয়দা মায়মুনার নিকট খাবার চাইতেছিল এবং অসময়ে আঙ্গুর পেয়ে পেট ভরতে ছিল। উত্তর নম্বর ৪ ঃ-হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহর রসুল বলেছেন বানী উমাইয়া গোত্রের এক ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে পরিবর্তন করে দিবে তার নাম হবে ইয়াজিদ। (তারিখুল খুলাফা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নওফিল বিন আবিল ফোরাত বলেন যে, আমি উপস্থিত ছিলাম। ওমর বিন আব্দুল আজিজ খলিফার নিকট। তখন একজন ব্যক্তি ইয়াজিদের আলোচনা করলো। আলোচনা প্রসঙ্গে বললো যে আমিরুল মোমেনিন ইয়াজিদ বিন মোয়াবিয়া বলেছেন। তখন
বাদশাহ বললেন যে তুমি আমিরুল মোমেনিন বলছো ? এবং ঐ ব্যক্তিতে বিশ কোড়া মারার আদেশ দিলেন। সারাহ আকায়েদ এর সারাহ নিব্রাসের মধ্যে আছে একজন ব্যক্তি বাদশাহ ওমর বিন আব্দুল আজিজের নিকট হজরত মোয়াবিয়া কে গালি দিল তখন ঐ ব্যক্তিকে বাদশাহ কোড়া মারার আদেশ দিলেন। অন্য একজন ব্যক্তি ইয়াজিদকে আমিরুল মোমেনিন বলেছেন তখন বাদশাহ তাকে কোড়া মারেন।

মনে রাখা দরকার যে বাদশাহ ওমর বিন আব্দুল আজিজ উমাইয়া বংশের একজন ব্যক্তি। তাঁর মর্যাদা,পরহেজগারী এবং সততা সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে তাঁকে খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের মধ্যে গন্য করা হয়েছে। এবং তিনি এই উম্মতের প্রথম মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি ইয়াজিদ কে আমিরুল মোমেনিন বলার অপরাধে অপরাধীকে কোড়া মেরে ছিলেন। এই ঘটনা থেকে নায়েক সাহেব কে শিক্ষা অর্জন করা উচিত তিনি যদি ঐ যুগে থাকতেন তাকেই কোড়া খেতে হতো। ইয়াজিদ যদি সত্যবাদী হতো তাহলে হজরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ ইয়াজিদকে আমিরুল মোমেনিন বলার কারনে কোড়া মারতেন না। এতে প্রমান হল যে অপবিত্র ইয়াজিদ নিঃসন্দেহে ফাসিক,পাপী,অত্যাচারী,এবং কবিরাহ গুনাহের উপর আমল রত। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ইয়াজিদকে কাফের বলেছেন। আমাদের ইমামে আজম ইয়াজিদের ব্যাপারে নিরহ থেকেছেন। ইয়াজিদকে না কাফের বলেছেন না মুসলমান বলেছেন। কিন্তু তার পাপী ও অত্যাচারী ও ধর্মের উপর বাড়াবাড়ির উপর সকলে একমত। তার পাপী হওয়াকে অস্বীকার করা এবং তাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করা ইমামে হুসাইনের উপর ইলজাম দেওয়ার নামান্তর এবং আহলে সুন্নাত অ-জামায়াতের পরিপন্থী। অপবিত্র ইয়াজিদকে সত্যবাদী মনে করা এবং তার অপবিত্র,নামের সাথে রাদিআল্লাহু-আনহু অথবা রহমাতুল্লাহ আলাই নবীর শত্রু আহলে বায়েতের দুশমন ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারে না। রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বাক্যের ব্যবহার তাদের জন্য যাদের অন্তরে খোদা ভীতি আছে। যেমন আল্লাহ কোর আনে বলেন "আল্লাহ তাদের উপর রাজী তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। এটা এই যে তারা আল্লাহকে ভয় করে।"

এতএব এই পবিত্র বাক্যটি পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য ইয়াজিদের মতো পাপী ব্যক্তির জন্য নয়। যে অত্যাচার করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করেছে পবিত্র মক্কা ও মদিনা এমনকি কাবা শরীফ ও রওজা মোবারকের যার পর নাই অসম্মান করেছে,মসজিদে নববীর ভেতর ঘোড়া বেঁধেছে সেই জানোয়ারের পেচ্ছাব-পায়খানা পবিত্র মেম্বারে লেগেছে মসজিদে নববীর তিনদিন ধরে আজান ও নামাজ হতে দেয়নি মক্কা শরীফ,মদিনা শরীফ এবং হেজাজ প্রদেশের হাজার হাজার নিরপরাধ সাহাবা ও তাবেয়িনদের শহীদ করেছে। কাবা শরীফের উপর পাথর মেরেছে,কাবা শরীফের পবিত্র চাঁদর কেড়েছে জ্বালিয়েছে,মদিনা শরীফের পবিত্র সতী মেয়েদেরকে তিনদিন তিনরাত্রি নিজের নাপাক সেনা বাহিনীর জন্য হালাল করে দিয়েছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রিয় নবীর কলেজার টুকরাকে তিনদিন তিনরাত্রি ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত রেখে তাঁর সঙ্গী সাথী সহ শহীদ করেছে,প্রিয় নবীর প্রিয় পাত্রদেরকে শহীদ করে তাদের লাশের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে গেছে,নবীজির চুম্বনের স্থান তাদের মাথা কেটে বল্লমের ফলায় গেঁথেছে এর চাইতে বড় অত্যাচার পাপ,আর ধর্মে বাড়াবাড়ি আর কি হতে পারে। যে সমস্ত কথা উপরে বর্ননা করা হল তার মধ্যে বেশির ভাগই কুফরী। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ইয়াজিদকে কাফের বলেছেন তার কারণ হচ্ছে তাঁর নিকট ইয়াজিদের কুফরী প্রমানের চুড়ান্ত সীমায় পৌছে গেছে। ডঃ নায়েক ওয়াহাবী মাজহাবেরই একজন ব্যক্তি। ওয়াহাবীরা নিজেদের কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের অণুসারী মনে করে হাম্বালী বলে দাবী করে। তাকে তো অবশ্য নিজের জামাতের হাম্বালী হওয়ার দাবীর মুখরক্ষা দরকার ছিল। আর যদি দেওবন্দি হয় তাহলে দেওবন্দীরা নিজেদের কে হানাফি বলে। আফসোসের বিষয় হল যে নায়েক সাহেব কারো সম্মান রাখলো না। না তথা কথিত হাম্বালী নাজদীদের আর না তথাকথিত দেওবন্দী হানাফীদের। অতএব নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী দুনীর্তি গ্রস্থ যে, অভিসপ্তকে অভিসপ্ত না মনে করে। আর তাকে হক পন্থী জানে এবং তার অপবিত্র নামের সাথে রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু অথবা রহমাতুল্লাহ আলায় লেখে ও বলে।

কারবালার যুদ্ধ রাজনৈতিক ও ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ ছিলনা বরং সত্য মিথ্যার লড়াই ছিল।

উত্তর নম্বর ৫ঃ–দেওবন্দীদের চারজন মৌলবী (ক) কাসেম নানুতুবী, (খ) রাশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, (গ) খলিল আহমদ আম্বেঠী, (ঘ) এবং আশরাফ আলী থানবী। নিঃসন্দেহে নিজের কুফরী এবং পথ ভ্রষ্টকারী মন্তব্যের কারনে অবশ্যই কাফের ও মুরতাদ। যে ব্যক্তি তাদের কুফরী কথা গুলি জেনে শুনে মেনে তাদের কে মুসলমান জানে অথবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ করে এবং তাদের নাম সম্মানের সহিত উচ্চারণ করে,তাহলে সেই ব্যক্তিই তাদের ন্যায় কাফের ও মুর্তাদ হবে। মক্কামদিনার ওলামা এই ধরনের ব্যক্তিদের জন্য সর্ব সম্মত মত প্রকাশ করেছেন–মান সাক্কা ফি কুফরিহি ওয়া আজাবিহি ফাকাদ কাফারা।

এটা আমার জ্ঞান গর্ভ আলোচনা। বাকি মহাজ্ঞান ও মহাসত্যের অধিকারী আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহই মহাজ্ঞানী।

লেখক মহম্মদ আফজাল রেজবী।
মারকাজী–(কেন্দ্রীয়) দারুল ইফতা।
৮২ সওদাগরান,বেরেলী শরীফ।
উল্লেখিত সমস্ত উত্তর গুলি সঠিক। আল্লাহই মহাজ্ঞানী।
ফক্কির (অধম) মহম্মদ আখতার রেজা ক্বাদেরী আজহারী।
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।
অনুবাদক–মুফতী মহঃ নঈমুদ্দিন রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬/৯২

শায়েখ আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী আলায়হির রহমার

সংক্ষিপ্ত জীবনী

এম, এম, আবুল কালাম আমজাদী, বি,এ,

নির্ভরযোগ্য তারিখের কিতাবে এমন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ রয়েছে যাদের জ্যোতিতে কেবল সেই সময়ের অন্ধকারই দুর হয়নি বরং যুগের পর যুগ ধরেই মশাল এর করে কাজ আসছে। তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন শায়েখ আল্লামা আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ-মাতুল্লাহি আলায়হি।

বংশ পরিচয়ঃ–শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বাপ-দাদাদের মধ্যে হতে যে বুর্জগ সর্ব প্রথম হিন্দু স্থানে এসেছিলেন তিনার নাম হল আগা মহম্মদ তুর্ক। তিনি বোখারার অধিবাসী ছিলেন। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন মোঘলরা মধ্য এশিয়ায় আগুন ও রক্তের দাঙ্গা লাগিয়ে ছিল তখন তিনি দেশের অবস্থা খারাপ বুঝে সেখানকার এক জামায়াতের সঙ্গে হিন্দুস্থানে এসেছিলেন। সে সময় সুলতান আলাউদ্দিন খলজী হিন্দুস্থানের শাসক ছিলেন। যখন হিন্দুস্থানের মুসলমানগন রাজনৈতিক দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য স্থানে পৌছে গিয়ে ছিলো তখন ১২১৬-১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনাকে সুলতান তার সহায়ক করেছিলেন এবং তিনাকে পদ ও মর্যদা দিয়েছিলেন এবং গুজরাত পাঠাবার প্রস্তুতির সময় তিনাকে কমান্ডার করে গুজরাত প্রেরন করেন। আগা মহম্মদ তুর্ক গুজরাত জয়লাভ করলেন এবং সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। তিনার প্রায় ১০১টি ছেলে ছিল যাদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। কেবলমাত্র তার বড় সন্তান মালিক মাজুদ্দিন ছাড়া সকলেই ইন্তেকাল করেছিলো। সুতরাং যে ব্যক্তি জয়ের ডঙ্কা বাজিয়ে গুজরাতে প্রবেশ করেছিলেন তিনিই আবার শোকের পোষাক পরিধান করে একমাত্র সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী ফিরে আসেন। মালিক মাজুদ্দিন হতে বংশের সিলসিলাহ চালু হয়। তিনি বড় উপযুক্ত ও বা সলাহিয়াত ব্যক্তি ছিলেন যার কারনে তিনার পিতার চিন্তা খুশিতে পরিবর্তন হয়েছিল। তিনার সন্তান হলেন মালিক মুসা। তিনিও একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় দিল্লী ছেড়ে মাওরাউল নাহার পাড়িদেন। সেখানে কিছু দিন থাকার পর যখন তৈমুর লং হিন্দুস্থানের উপর আক্রমন করেন তখন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে পুনরায় দিল্লী ফিরে আসেন। মালিক মুসার কয়েকটি সন্তান ছিল যার মধ্যে শায়খ ফিরোজ উল্লেখ যোগ্য ছিলেন। শায়খ ফিরোজ বাহারাই নের কোন যুদ্ধে শহীদ হলে সেখানে তিনাকে দাফন করা হয়। কিছু দিন পরে সা'দুল্লাহ (শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলবীর দাদা) জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শায়খ মহম্মদ মঙ্গল এর নিকট বায়াত গ্রহণ করে তিনার নিকট থেকে মারেফাতের শিক্ষা লাভ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনার পুত্র শায়খ সাইফুদ্দিন (শায়খ মুহাদ্দিসে দেহলবীর পিতা) তিনাকে রাত্রের সময় কেঁদে কেঁদে শের পড়তে দেখেছেন। শায়খ সাদুল্লাহর ইন্তেকালের সময় সাইফুদ্দিন এর বয়স ছিলো ৮ বৎসর। ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে ৮ বৎসর বয়সী প্রিয় সন্তান শায়খ শাইফুদ্দিন কে নিয়ে ঘরের উপর যান এবং বাকী ঘটনা শায়খ সাইফুদ্দিন নিজেই বর্ণনা করেন যে, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার পর আমাকে কিবলা মুখি করে দাঁড় করালেন দোয়া করতে করতে আমাকে আল্লাহর নিকট সঁপে দিলেন, কিছুদিন পর ২২শে রবিউল আউয়াল ৯২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তার দোওয়া কবুল করেছিলেন যার কারণে তিনি দিল্লির একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

জন্ম ঃ—শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ৯৫৮ হিজরীর মুহাররম মাসে (ইং ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দ) দিল্লি শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা ও উপদেশ ঃ—শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায় এর পিতা কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন যার উপর তিনি আমৃত্যু আমল করেছেন তিনার পিতা তার সময়কালের আলেমদের মধ্যে উল্টো চাল চলন দেখেছিলেন। এই জন্যই তিনি উপদেশ করেছিলেন। তিনার কথা ছিল যে, ধর্মীয় সম্পর্কে যুদ্ধ শুধু আপন নফসের জন্য করা হয়। ইহা হতে ঘৃণা ও শত্রুতা বেড়ে যায়। ইলমী মাসলা মাসায়েল মহব্বতের দ্বারা পরিবর্তন হওয়া দরকার।

শায়েখ সাইফুদ্দিন আলায়হির রহমার সব থেকে বড় কর্ম কেবল এটাই নয় যে তিনি আপন ছেলেকে ইলমেদ্বীন হাসিল করার জন্য মগ্ন করে ছিলেন বরং তিনি তার ব্রেনে ইলম সম্পর্কে সঠিক চিন্তা ভাবনা কায়েম করে ছিলেন। তিনার সম্পর্কে অনেকের অভিমত এই যে, শায়েখ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি অত্যান্ত মেধাবী ছিলেন আপন কলেজার টুকরো ইলমের সন্ধানে মগ্ন থাকা ও প্রতিভাবান হওয়ার জন্য বয়স্ক পিতা খুব খুশি হতেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি ও অন্তরে গ্রথিত করে নিয়েছিলন।

সুতরাং শায়েখ মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৮ বৎসর বয়সে আকলী জ্ঞানের শিক্ষা পূর্ন ভাবে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনার শিক্ষা অর্জনের কাজ কেবল বংশের মধ্যে সম্পাদিত হতো না বরং ইহা ছাড়া অণ্যান্য পথেরও (যেমন-মুতলাহ, বাহাস, তাকরার, কিতাবাত) করেছিলেন। এই পথ অতিবাহিত করে মস্তিষ্কের নাড়ী নক্ষত্র ও এই শিক্ষাতে কার্যকারী ছিল এটাই ছিল তিনার ছাত্র জীবনের ঘটনা, তিনি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে এহিয়াউন উলুমে দ্বীনের খুব সুন্দর খীদমত করেছেন এমন কি তিনি কম বেশী এক বৎসরের কোরআন শরীফ মুখস্ত করেছিলেন।

হজ্জ বায়তুল্লাহ ও হেজাজ অভিযান ঃ— শায়েখ মুহাদ্দিস দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি অল্প বয়সেই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড় বড় আলেমদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রাখতেন। আব্দুল হামিদ লাহোরীর বর্ননা হতে জানা যায় যে তিনি আলেম হওয়ার পর শিক্ষাদান ও করেছেন এবং কিছু দিনপর হজ্ব বায়তুল্লাহর জন্য রওনা হন। ৯৯৬ হিজরীতেই তিনি হজ্বে যাওয়ার আকাঙ্খী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে নিজেকে হিন্দুস্থানের বহির্ভুত মনে করেছিলেন এবং নির্জনতা কেন অনুভব করেছিলেন ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ থেকে বোঝা যায় যে শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী আলায়হির রহমা প্রথমবার ফতেপুর সিক্রিতে কিছুদিনের জনা ছিলেন এবং আকবর এর সময়কালে সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিগণ তিনার সম্মানও করেছিল কিন্তু যার ভাগ্যে ইসলামী শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামী আইনের দৃঢ়করণ লিপিবদ্ধ ছিল সেই ব্যক্তি এই পরিবেশে কেমন করে থাকতেন সেখানে ইসলামী আইনের অসম্মান হতেছিল এবং বেদয়াতে সাইয়ার কোলাহল চালু ছিল।

যে সময় শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হিন্দুস্থান ত্যাগ করার মনোস্থ করেছিলেন সে সময় ভারতের ধর্মীয় অবস্থা খুবই খারাপ ছিল দরবারের ভিতরে ও বাইরে শত শত ওলামা যে দুঃখ জনক অবস্থা তৈরী করেছিল তাতে কোন বোজর্গ ব্যক্তির সেখানে অবস্থান করা সহজ ছিল না এ সময় শায়েখ জামালুদ্দিন সাহেব ও হিন্দুস্থান ছেড়ে হেজাজ চলে গিয়েছিলেন।

রবিউস সানী ৯৮২ হিজরীতে বাদশাহ আকবর ইবাদত খানা তৈরী করার হুকুম দিলে মিঞা আব্দুল্লাহ নিয়াজী সারহান্দী বাসস্থানে এ ইমারত (অট্টালিকা) তৈরী করা হয়। প্রথমে কেবল মাত্র মুসলমান উলামা ও আকাবীরগণকে এই অট্টালিকায় অংশগ্রহণ করার দাওয়াৎ করা হয়েছিল এবং মাজহাবের ভিন্ন প্রকারের মাসায়িল সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়েছিল। সে আলোচনায় সম্রাট আকবর এর উদ্দেশ্য ছিল সত্যের অনুসন্ধান করা তাই ওলামাগণকে তিনি এই ইবাদত খানাকে মল্লভূমি (কুস্তি লড়াই)তে পরিণত করে দিয়েছিল। কেউ একটি কাজকে হারাম বললে অন্যজন তাকে হালাল প্রমাণ করত। আকবর এই পরিবেশে ভিত হয়ে ইবাদত খানার আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তারপর আকবরের দ্বীন প্রবণতার পরিবর্তন ঘটলো, এমনকি দরবারে ইসলামের আয়িম্মাদের অসম্মান হতে লাগল এবং ইসলাম ধর্মের রুকুন নিয়ে ঠাট্টা মজাক করতে লাগল। আবার দ্বীন ইলাহী নামক নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করল। দরবারের এই অবস্থা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে আপন দেশ তুর্ক যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই বুঝলেন এবং হেজাজ এর দিকে রওনা হলেন।

হেজাজ হতে প্রত্যাবর্তন ঃ— যখন শায়েখ আব্দুল ওহাব মুত্তাকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজে ইলমে হাদীসের ঐ অধিকতর অংশ দান করেছেন যা খ্যাতি মিশর ও আরবের শিক্ষার মজলিসে চর্চা চলত। সমগ্র হাদীসের পুস্তক ও সমস্থ উলুমে দ্বীনিয়া হিজাজের আলেমদের নিকট হতে হাসিল করেন। বিশেষ করে শায়েখ আব্দুল ওহাব মুত্তাকী আলায়হির রহমার নিকট হতে জিকির ও অন্যান্য শিক্ষা হাসিল করেন। হাদীস, ফিকাহে, হানাফী, তাসাউফ, হুকুকুল ইবাদ এই চার প্রকারের শিক্ষা তিনার নিকট হতে হাসিল করেন। তাসাউফের কিতাব পড়ার পর আপন শায়েখ এর নেতৃত্বে হারাম শরীফে ইবাদত ও রিয়াদত ও করে নিলেন তখন তিনার শিক্ষক শায়েখ আব্দুল ওহাব মুত্তাকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন এখন তুমি হিন্দুস্থান যাও। এই জন্য যে দিল্লী তোমার বিচ্ছেদে ক্রন্দনরত রয়েছে।

রওজাপাক জিয়ারত ঃ- হযরত শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি রওজাপাক জিয়ারতের জন্য মদিনা মুনাওয়ারা যান সেখানে তিনার খুলুস আক্বিদাত কবুল হয়। এবং রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দিদার লাভ করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি চারবার রাসুলে পাকের দিদার লাভ করেন। তিনি মক্কা মোয়াজ্জমায় ২১শে জিলহজ্ব ৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যে স্বপ্ন দেখেন তাহল এইরূপ যে, তিনি বলেন আমি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে এক সিংহাসনে বসে হাদীসের শিক্সা দিতে দেখলাম, সেই রাতেই তিনি আরো দেখেন যে হযরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দ্বীনের শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য সৈন্যদল তৈরী করছেন। মুহাদ্দিসে দেহলবী আলায়হির রহমার পূরা জীবনটাই এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পরিণত হল তিনি শেষ নিঃস্বাস পর্যন্ত হাদীসের প্রচার ও প্রসারে মগ্ন ছিলেন এবং বেদায়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। শায়েখ মুত্তাকী আলায়হির রহমা তিনাকে বার বার হুকুম করলে তিনি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থান ফিরে আসেন।

বড় কর্ম ঃ—শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৬০০–১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন মাজহাবের লেখনী পড়লে এই সত্য প্রকাশ পায় যে, এই সময়ের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা হল নবী করীম রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সঠিক স্থান ও সঠিক মর্যাদা নির্ণয় করা। তিনার সবচেয়ে বড় কাজ হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উচ্চ মর্যাদা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাখ্যা করা এবং এ সম্পর্কে প্রতিটি বেদয়াতকে কঠোরভাবে যাচাই করা। তিনি এই পর্যন্তকে যথেষ্ট মনে করেন নি বরং নিজ লেখনীতে জায়গায় জায়গায় সমকালীন বুজর্গদেরকেউ ঐ ফরজ সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং বলেন শায়েখ এর জন্য অত্যান্ত প্রয়োজন যে, মুরীদের অভ্যান্তরীন ইসলাহ (সঠিক) করাকে নিজের জীবনের সব চেয়ে বড় কাজ জেনে করতে হবে। মাদারেজুন নবুয়ত কিতাব লেখার উদ্দেশ্য ছিল যে, আকবর এর রাজত্বকালে যে ফেৎনার আবির্ভাব হয়েছে তার বাধা দেওয়া। আকবরের সময়কালে সবচেয়ে বড় ফেৎনা ছিল যে, ইসলামের সময়সীমা হল কেবল একহাজার বৎসর যার প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পড়েছিল আর এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা হয় যে, ইসলামী সময় শেষ হওয়ার সাথে ইসলাম আহকাম ও ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করার প্রয়োজন ও শেষ হয়ে গেছে। শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এই ভুলের কঠোর ভাবে রদ করেন এবং বলেন ইসলাম প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক কাওম (গোত্র) এর জন্য। তার জন্য জামান ও মাকান এর পাবন্দী লাগানোর মানেই হয় না। যদিও আকবর নবুয়তের দাবী করেন নি কিন্তু সে এমন মর্যাদার অধিকারী হয়ে গিয়েছিল যে, নবুয়ত দাবী করার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

মাদারেজুন নবুয়তের এক অধ্যায়ে নাবী পাকের হক সম্পর্কে লিখেছেন ॥ (পাস ঈমান বা মুহম্মদ ওয়াজিব ও মুতা অ'ইন আসত ওয়া তামাম নুমা শুদ হাকীকতে ঈমান ও সহিহ নুমা শুদ ইসলামও হুসুল নুমা পাজির দিগর বা ইমান বা মুহম্মদ স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায় হিওয়া সাল্লাম) পৃষ্ঠা–৩২২

এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল আকবরী যুগের বে দ্বীনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কেননা লোক পূর্ন ঈমান ওহাদানিয়ত (আল্লাহ) এর উপর বিশ্বাস করাকে মনে করত। রাসূলে মাকবুল স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাত এবং শরিয়ত, মাজাহাব ও ঈমান কে আবশ্যিক অংশ মনে করত না,আর এই গুমরাহী বিশ্বাসে জামানা মেতে ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী আলায়হির রহমার লেখনী যদি মনদিয়ে পড়া যায় তবে বোঝা যাবে যে,তিনি যে গুমরাহী পথকে চিহ্নিত করেন তার বিরুদ্ধচারন মুজাদ্দিদে আলফে সানি আলায়হির রহমাও করে ছিলেন কিন্তু দুজনে বর্ননার ঢং ছিল আলাদা,শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী আলায়হির রহমা আকবরী যুগের কিছু আমীর ওমরাহদের আমানতে বেদয়াত ও সুন্নতকে জিন্দা করার ব্যাপারে তৈরী করে ছিলেন। আব্দুর রহিম খান ও নবাব মর্তুজা খাঁর নামে তিনার চিঠি তাদের জন্য আবেগের আয়না ছিল।

বায়াত গ্রহণ ঃ—শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী আলায়হির রহমা সর্বপ্রথমে তিনার সম্মানিত পিতার হাতে বায়াত গ্রহণ করেন পরে হযরত সৈয়দ মুসা গিলানী রহমাতুল্লাহ আলায়হির নিকট তারপর নিজ শিক্ষক মহাশয় আব্দুল ওহাব মুতাকী রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট বায়াত গ্রহণ করেন সবশেষে হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী আলায়হির রহমার রুহানী ইশারাতে হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ আলায়হির রহমার নিকট বায়াত হন।

শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী আলায়হির রহমা পাঁচ সিল সিলার খিদমত পেয়ে ছিলেন যথা—
(১) কাদেরীয়া (২) চিশ্‌তীয়া (৩) শাজেলীয়া (৪) মাদনীয়া (৫) নকশেবন্দীয়া।

তিনি দেশের দিক হতে বোখারী,বংশের দিক হতে তুর্কী এবং মাসলাকের দিক হতে হানাফী ছিলেন.।

শায়েখ মুহাদ্দিসে দেহলবী ও সালাতীন ঃ—শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী আলায়হির রহমা শাহ সাওরীর সময় কালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জাহাঙ্গীর এর সময় কালে ইন্তেকাল করেন। যখন আকবরের ইন্তেকাল হল তখন তিনি শায়েখ ফরিদ মারফৎ একটি চিঠি লিখলেন। আকবরের রাজত্বকালে মাজহাবের খারাপ অবস্থা অন্তরকে আহত করেছিল। তাই তিনি জাহাঙ্গীরের সিংহ সনের বসার সময় প্রয়োজন মনে করেছিলেন যে,নতুন বাদশাহকে তার ইসলামিক বিধি বিধান ও নিয়মাবর্তীতা সম্পর্কে জ্ঞাত করা। সুতরাং তিনি বাদশাহের নীতি সমূহ ও আরকান এর উপর একটি রিসালা লেখেন। পরে হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ আলায়হির রহমার শিক্ষার পদ্ধতিকে পছন্দ করলেন ॥ হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলায়হির ওসুল ছিল যে, ঝোপড়ী হতে মহল্লা পর্যন্ত তালকীন ও ইরশাদ এ্র পরিবেশ তৈরী করা দরকার। তাই তিনি সম্রাট.জাহাঙ্গীর এর দরবারে সাক্ষাৎ করার জন্য গিয়েছিলেন।

বেসাল মোবারক ঃ—২২শে রবিউল আওয়াল ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৯৪ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজেউন তিনার অসিয়ত মোতাবিক মাহরে ওলি শরীফ এর হাতজে শামসীর নিকট তিনাকে দাফন করা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ

ইমাম আহমদ রেজা (রাদিয়াল্লাহু তালালা আনহু)

খলিফায়ে রাইহানে মিল্লাত মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী ক্বাদেরী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

কারামতে আলা হযরত ঃ—

* তুতিয়ে হিন্দ হযরত আল্লামা হযরত শাহ মহম্মদ রজব আলী সাহেব রেজবী মুফতী আযম হিন্দ আলায়হির রহমার খলিফা বর্ণনা করেন যে, হাজী হেমায়াতুল্লাহ সাহেব বেরলবী আমকে এ ঘটনা শুনিয়েছেন। বেরেলীর বিখ্যাত বুজুর্গ ও কুতুব হযরত ধোকা শাহ আলায়হির রহমাহ কোথাও গেলে রাস্তায় বাচ্চাদের সঙ্গে যখন দেখা হত তখন তারা দোওয়া করার জন্য বলত। হুজুর পরিক্ষায় পাশ করার জন্য দোওয়া করেন তখন তিনি বলতেন যা তুই ফেল করবি। এই কথা শুনে বাচ্চারা চিন্তিত হত অতঃপর তিনি তাদেরকে ডেকে বলতেন আমার নাম ধোকা শাহ আমি যাকে বলে দিই পাশ করবি সে ফেল করবে আর যাকে বলি ফেল করবি সে পাশ করবে। তাঁর ইন্তেকালের একদিন পূর্বে কবর খননকারীদের ও কাফন দাফন করার জন্য সকলের সঠিক পারিশ্রমিক মূল্য পরিশোধ করেন। তিনি হাজী হেমায়াতুল্লাহর বাড়ীতে থাকতেন এবং সেখানেই রাত্রি প্রায় ১২টার সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। বাড়ীর কেউ বুঝতে পারেন নি। সকালে ফজরের পূর্বে সাওদাগরা মহল্লা হতে পায়ে হেঁটে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমা হাজী হেমায়াতুল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বাড়ীর দরজায় আওয়াজ দেন, হাজী সাহেব বেরিয়ে এসে দেখেন আলা হযরত বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কদমবুশি করে বলেন হযুর আপনি কষ্ট করে এসেছেন কি উদ্দেশ্যে। আলা হযরত বলেন তুমি কি জানো যে, হযরত ধোকা শাহ ইন্তেকাল করেছেন ? হাজী সাহেব বাড়ী গিয়ে দেখেন হযরত ধোকা শাহ ইন্তেকাল করে গেছেন। আল্লাহু আকবর ! তিনি ইন্তেকাল করেছেন বাড়ীর কেউ জানেন না অথচ আলা হযরত সাওদাগরা মহল্লা হতে জেনে নিয়েছেন হযরত ধোকা শাহ ইন্তেকাল করেছেন। সুবহান আল্লাহ ! এই হচ্ছে আল্লাহর ওলি থাকছেন একজায়গায় খবর দিচ্ছেন অন্য জায়গার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

❁ শায়খুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা সৈয়দ শাহ মহম্মদ দেদার আলী সাহেব আলায়হির রহমা স্বাদরুল আফাজিল হযরত আল্লামা হাকীম শাহ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী আলায়হির রহমার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো। হযরত মহম্মদ দেদার আলী সাহেব মুরাদাবাদ উপস্থিত হন। স্বদরুল আফাযিল বলেন যে, বেরেলীশরীফে আলা হযরত মাওলানা আহম্মদ রেজা সাহেব একজন বা আমল বড় আলেম। তার সাক্ষাতের জন্য চলুন। শায়খুল মুহাদ্দিসীন বলেন যে তাঁকে আমি জানি তিনি পাঠান বংশের একজন ব্যক্তি তিনি কঠিন মোজাজার এবং রাগী ব্যক্তি। মোট কথা স্বদরুল আফাযিল বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে বেরেলী নিয়েই গেলেন। যখন সাওদাগরা মহল্লায় আলা হযরতের নিকট গিয়ে পৌছলেন তাঁর সঙ্গে মুসাফা করে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর আপনি কেমন আছেন। তখন সাইয়্যেদিনা আলা হযরত বলেন যে, সৈয়দ সাহেব কি জিজ্ঞাসা করছেন পাঠানকে যার কঠিন মেজাজ ও খুব রাগী। হযরত শায়খুল মুহাদ্দিসীন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন যে, আমাদের দুজনের মধ্যে মুরাদাবাদে যে কথা হয়েছে তা আলা হযরত কাশফ ও কারামতের দ্বারা জেনে নিয়েছেন। সেই কথায় আমাদেরকে শুনিয়ে দিলেন এবং তিনি এটাও জেনে নিয়েছেন যে, আমি একজন সৈয়দ। আল্লাহু আকবর এরপর আমি আলা হযরতের হস্তে চুমা দিলাম। এবং সিলসিলায়ে আলিয়া বেজবীয়াতে মুরিদ হই। সেই সময় তিনি আমাকে খেলাফত প্রদান করেন। সুবহান আল্লাহ এ হচ্ছে আল্লাহর ওলি এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গার খবর দেন। যদি নাবীর গোলামের গোলাম এর গোলাম এর যদি এরকম জ্ঞান হয় তবে বিশ্ব নবী স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের গায়েবের জ্ঞান কি হতে পারে।

❁ আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা ইমাম আহমদ রেজা ফাজিলে বেরেলবী আলায়হির রহমার নিকট একজন ব্যক্তি একটি পত্র প্রেরন করেন। সেই পত্রে আলা হযরত এর উপাধি হাফিজ শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু সে সময় আলা হযরত হাফিজ ছিলেন না। শেরে বেসায়ে আহলে সুন্নাত বর্ননা করেন যে, উক্ত পত্র শ্রবন করে আলা হযরতের চোখে অশ্রু চলে আসে এবং বলেন যে, এই বিষয়ে ভয় করছি আমার হাশর যেন ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গে না হয়, যাদের সম্পর্কে বর্নিত হয়েছে, ওয়া হিব্বুনা আই ইয়ুহমাদু বিমা লাম ইয়াফ আলু অর্থাৎ এবং চায় যে কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশাংসা করা হোক। আয়াত ১৮৮ পারা ৪ সূরা ইমরান।

এঘটনা ২৯শে শাবান ঘটে ছিল। দ্বিতীয় দিন হতে কুরআন শরীফ মুখস্থ করতে আরম্ভ করেন এবং মুখস্থ করার সময় ছিল এশার ওজু করার পর হতে জামায়াত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে হিফজ করা আশ্চর্য পদ্ধতি হল যে, স্বদরুশ শারিয়াহ মুফতী আমজাদ আলি আলায়হির রহমা (বাহারে শরিয়তের লিখক) কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন আর আলা হযরত শ্রবন করতেন। তার পর জামায়াত আরম্ভ হলে তিনি যতটুকু স্বদরুশ শরিয়ার পাঠ করা কুরআন শুনতেন ততটুকু ২০ রাকাত তারাবীহর নামাযে পড়ে শুনিয়ে দিতেন। কখন ১ পারা কখন দেড় পারা এই ভাবে প্রতিদিন শুনতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত রমাজান শরীফের ২৬ তারিখ দিবাগত রাত্রী অর্থাৎ শবে ক্বদরের রাত্রীতে কুরআন খতম করেন। অর্থাৎ কুরআন শরীফ মুখস্থ করা সমাপ্ত করেন। কেবল মাত্র তিনি ২৬ দিনে কুরআন শরীফের হাফিজ হন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা একটি আলা হযরতের জ্বলন্ত কারামাত যে, কুরআন শরীফ মুখস্থ করার সময় কালে ফাতাওয়া লিখা ও লিখানো, শরীয়তের মাসায়িল বলা ধর্মীয় কর্মে ও পার্থিব কর্মে কোন পার্থক্য আসে নি। সুবহান আল্লাহ

* ১৩২৩ হিজরীর ঘটনা যে, মুহাদ্দিসে সুরতী আলায়হির রহমার ছেলে হযরত মাওলানা আব্দুল আহাদ সাহেব আলায়হির রহমার বিবাহ গঞ্জে মুরাদাবাদ নিবাসী শায়খুল মাশায়েখ হযরত শাহ ফজলে রহমান আলায়হির রহমার নাতনী অর্থাৎ মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের কন্যা হামিদা খাতুনের সঙ্গে। আলা হযরত ফাজিলে বেরেলবী আলায়হির রহমা ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ সুসম্পর্ন হয়ে বরযাত্রী বিদায় হয়ে সে সময়ের রেল ষ্টেশান মধু গঞ্জ যাওয়ার জন্য রওনা হয়। ষ্টেশনের পৌঁছানোর ৩ মাইল পূর্বে মাগরীব নামাযের সময় হয়ে যায় সকলে মিলে মাগরীবের নামায আলা হযরতের পিছনে জামায়াত সহকারে আদায় করেন। জঙ্গলের রাস্তা ও পাশের গ্রামে বিখ্যাত ডাকাতদের বসবাস ছিলো। গ্রাম থেকে একজন ব্যক্তি এসে সংবাদ দিল যে, আপনারা বরযাত্রী ফিরিয়ে নিয়ে যান। কেননা রাত্রী হয়ে গেছে এবং রাস্তাও ভয়ানক। আর পার্শ্বের গ্রাম হল বিখ্যাত ডাকাতদের গ্রাম। আমি একজন গঞ্জে মুরাদাবাদী আলায়হির রহমার মুরীদ আর এই বরযাত্রী সেই স্থান হতেই আসছে এজন্য আমি আপনাদের পরামর্শ দিচ্ছি। হুযূর মুহাদ্দিসে মুরতী আলায়হির রহমা আলা হযরতের নিকট আরজ করেন যে, আপনি যা হুকুম করবেন তাই করব। আলা হযরত বলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সাহায্য করবেন, আলা হযরতের হুকুম মোতাবিক বারাত ষ্টেশনের দিকে যেতে আরম্ভ করল কিছুক্ষন যাওয়ার পরে দেখেন যে,একজন ডাকাত স্বসস্ত্র অবস্থায় আসছে। আলা হযরত বলেন হাসবুনাল্লাহু ওয়া নেয়ামাল ওয়াকিম এবং বরযাত্রীকে সেখানেই দাঁড় করে তিনি নিজেই ডাকাতদের দিকে অগ্রসর হলেন। যখন তারা এ দৃশ্য দেখল তখন তারা দাঁড়িয়ে গেল আলা হযরত ডাকাতদের নিকটে গিয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, হে লুঠকারীগন তোমাদের এলাকায় এক বুজর্গ ব্যক্তির নাতনীর বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসছি আর তোমাদের এ ঘৃনিত ইচ্ছা যে, এ বরযাত্রী লুঠ করবে। খুব দুংখের বিষয় তোমাদের তো উচিত এ বরযাত্রীকে ষ্টেশন পর্যন্ত পৌছে দেওয়া। তোমরা কি এই বরযাত্রী কে লুঠ করা উচিৎ মনে করছো আল্লাহ তায়ালা কে ভয় করো এবং নিজেরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করো। আর সময় কে মূল্যবান স্থানে করো। "হাদাকুমূল্লাহু তায়ালা ইলা সিরাতম মুসতাকিম" আলা হযরতের এ কথা গুলি শুনে ডাকাতদের হৃদয়ে বিশেষ ভাবে প্রতিক্রিয়া হয় ইহার ফলে ডাকাতদল আতঙ্কিত হল এবং আলা হযরতের কারামাতে তারা কাঁপতে আরম্ভ করল। তারা সকলেই নিজ ঘৃনিত ধারণা ত্যাগ করে ক্ষমা পার্থী হয়। আল্লাহর কৃপায় সমস্থ ডাকাতগন আলা হযরতের পবিত্র হস্তে তাওবা করে এবং রেজবীয়া সিলসিলার মুরিদ হয়। তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। আলা হযরতের উক্ত কারামত মৌলবী মাহমুদ আহমাদ সাহেব কানপুরী তাজকিরায়ে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের মধ্যে এবং খাজা রাদী সাহেব হায়দার সাহেব তাজকিরায়ে মুহাদ্দিসে সুরতীর মধ্যে উক্ত কারামত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাদ্দিসে সুরতীর পোতা হযরত শাহ ফাজলুস সামা আলা হযরতের এই কারামত এবং নিজ পিতার বিবাহের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হযরত শাহ মান্না মিঞা সাহেবের বর্ণনা যে, আমার পীর ও মুর্শিদ আলা হযরত মাসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসছিলেন এমন সময় মহল্লা সওদাগরার গলিতে মানুষের ভীড় দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার এত লোকের ভীড় কেন ? তারা উত্তরে বলে যে, একজন অমুসলীম জাদুকর জাদুর খেলা দেখাচ্ছে ও ৩–৪ লিটার পানি ভর্তি করা পাত্র একটি সুতোর দ্বারা উঠিয়ে নিচ্ছে। তখন আলা হযরত অগ্রসর হয়ে সেই জাদুকরকে বললেন তুমি নাকি ৩–৪ লিটার পানিভর্তি পাত্র সুতোর দ্বারা উঠিয়ে নিচ্ছ ?

জাদুকর বলল–জী হ্যাঁ ।

আলা হযরত বললেন–পানি ছাড়া অন্য জিনিস উঠাতে পারবে কি ?

জাদুকর বলল–আপনি যে জিনিস দিবেন আমি উঠিয়ে নিব।

আলা হযরত নিজের পায়ের জুতো খুলে বললেন–এই জুতোটাকে উঠাও। তিনি নাগরা জুতো পরিধান করতেন যার ওজন প্রায় ৫০ গ্রাম। কিন্তু জুতো উঠানো তো দুরের কথা বরং যে স্থানে আছে সেখান থেকে সামান্য হটিয়ে দেখাও।

জাদুকর অনেক চেষ্টা করল কিন্তু জুতোকে সেই স্থান হতে সামান্য সরানোও সম্ভব হল না। আলা হযরত বলেন যে, ঠিক আছে এবার এই পানির পাত্রটাই উঠিয়ে দেখাও। জাদুকর পানির পাত্র উঠাতে গেলে সেটাও সম্ভব হল না।

জাদুকর আলা হযরতের এই কারামত দর্শন করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কদমে পড়ে এবং কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং আলা হযরতের দরবার হতে আধ্যাত্মিক জগতের বিরাট সম্পদ নিয়ে বাড়ী ফিরেন।

সংগৃহিত–তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রেজা।

কবিতা

শোভিত ঈদ

মাজরুল ইসলাম

রমজানের শেষে ঐ এক ফালি চাঁদ নিয়ে এল.....
সোনালি রঙের ঝরনা
সেই ঝরনাটাইতো স্মৃতিমেদুর।
উচুনিচু যতকিছু ভুলে
ঠিক একই দিনে
এক জায়নামাজে মিলেছি, আমরা যেন
বসন্ত, পূর্ণিমার আলোয়–
ওটাই যেন সম্যক প্রকারে
ঈদের শোভিত খুশি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়া বিভাগ

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী
ও মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

১। আসসালামো আলায়কুম, কি বলেন উলামায়ে দ্বীন ও মুফতী ইয়ানে শারামাতীন নিম্নলিখিত মাসআলা সম্পর্কে।

ইতি মাওলানা মোবারক হোসাইন রেজবী
নির্মলচর, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

প্রশ্ন ঃ— (ক) বাংলা ভাষায় কোন কবি লিখেছেন যে, "আরবের মরু প্রান্তরে আব্দুল্লাহর জীর্ণ কুটিরে" এখন প্রশ্ন হল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পিতা আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৌলত খানাকে জীর্ণ কুটির বলা যাবে কি না ?
(খ) হুজুরে পাককে কামলীওয়ালা বা কালি কামলীওয়ালা বলা যাবে কি না ?
(গ) মাসজিদের ফল, আম, কাঁঠাল, ইত্যাদি বিনা মূল্যে ইমাম সাহেবকে দেওয়া বা ইমাম সাহেবের বিনা মূল্যে নেওয়া যাবে কিনা ?
(ঘ) ইমাম সাহেবের নামাজ পড়ার বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ করে বেতন নিতে পারে কিনা ?
(ঙ) কোরবানীর পশু হালাল করার বিনিময়ে হালালকারী মাংস নিতে পারে কি না ?

উত্তর (ক) রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য সম্মান সূচক শব্দ ব্যবহার করা জরুরী। বক্তৃতায় বা নাতে বা কবিতায় এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ নয় যে শব্দের দ্বারা তাঁর মর্যাদার ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভবনা। কবিতার অংশ "আব্দুল্লাহর জীর্ণ কুটির" ব্যবহার না করাই উচিৎ।
(খ) তাজীম ও তাওহীন নির্ভর করে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির উপর।

(ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ৩য় খন্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চাঁদর মোবারকের জন্য কামলী শব্দ ব্যবহার করা আমাদের প্রচলিত রীতিনীতির বিরোধী নয়। এ জন্য আলা হযরত আলায়হির রহমার "সুরুরুল কুলুব" পুস্তকের ১৬২, ১৬৬, ১৮২ পৃষ্ঠার মধ্যে হুজুরপাকের চাঁদরের জন্য কামলী শব্দ ব্যবহার করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাদরুষ শরীয়াহ মুফতী আমজাদ আলী আলায়হির রহমা বাহারে শরীয়ত ১৬তম খন্ডের ৩৯ পৃষ্ঠার মধ্যে নবীপাকের চাঁদরের জন্য কামলী শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং কামলী শব্দ নবীপাকের চাঁদরের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ।

(ফাতাওয়ায়ে ফাকিহে মিল্লাত ২য় খন্ড ২৯১ পৃষ্ঠা)

(গ) মাসজিদের ফল মূল সবজী কাঁঠাল বিনা মূল্যে ইমামকে দান করা বা ইমামের তা নেওয়া জায়েজ নয়।

(ঘ) মাসজিদের ইমামতি করার জন্য বেতন দেওয়া বা নেওয়া জায়েজ আছে। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ৩৭৪ পৃষ্ঠা)

(ঙ) কোরবানী হালাল করার বিনিময়ে কোরবানীর গোস্ত কোরবানী হালালকারীকে দেওয়া জায়েজ নয়। তবে হালালকারীকে টাকা দেওয়া জায়েজ এবং তার নেওয়াও জায়েজ। তবে কোন ব্যক্তি মসজিদের ইমাম বা হালালকারীকে নিজ অংশ হতে গোশত দান বা হাদিয়া স্বরূপ দিতে পারে।

(ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ২য় খন্ড ৪৭০ পৃষ্ঠা)

২। সালাম নিবেন, দয়া করে আমার প্রশ্নগুলির পত্রিকায় উত্তর দিবেন।

ইতি হোসেন আলী

নতুন নওদাপাড়া, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

প্রশ্ন ঃ— (ক) ইসলামী মতে বিয়ের সময় যৌতুক নেওয়া কি জায়েজ?

(খ) ঈদুল ফেতর বা ঈদুল আযহার নামাজ বা খোৎবা, ক্বিরাত মাইকে পড়া যাবে কি না ?

(গ) যদি কোন ব্যক্তি লজ্জায় পড়িয়া বা ছেলে মেয়ের দিকে তাকাইয়া গোস্ত খাওয়ার ইচ্ছায় কোরবানী দেয় তবে কি কোরবানী হবে ?

উত্তর (ক) ইসলামী মতে বিয়ের সময় যৌতুক নেওয়া বা পণ নেওয়া না-জায়েজ ও হারাম। তবে বিনা চুক্তিতে বা বিনা চাওয়ায় মেয়ে বা জামাইকে উপহার বা দান বা যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া জায়েজ।

(খ) আকাবীরে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের নিকট ঈদ, বকরাঈদ, জুমুয়া বা অক্তিয়া নামাজ মাইকে পড়ানো জায়েজ নয়। তবে খোৎবা, ওয়াজ নসিহত করা, নায়াত পড়া, কেরাত পড়া বা কোরআন শরীফ পড়া জায়েজ।

(ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ৩৫৬ পৃষ্ঠা হতে ৩৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)

(গ) নিদৃষ্ট দিনে একটি নিদৃষ্ট পশুকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সওয়াবের নিয়তে জবেহ করাকে কোরবানী বলে। যদি কোন ব্যক্তির কোরবানী করার সামর্থ না থাকে তবে তার জন্য কোরবানী করা জরুরী নয়। তবে যদি কোন ব্যক্তি ছেলে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় পড়ে গোস্ত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোরবানী করে তবে তার কোরবানী হবে না এমনকি যদি কোন পশুতে এরকম কোন ব্যক্তি এ নিয়তে অংশ গ্রহণ করে তবে কারও কোরবানী হবে না। (বাহারে শরীয়ত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। জনাব মুফতী সাহেব সালাম মাসনুন। পরে জানতে চায় যে, নবী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির জন্য আলা হযরত শব্দ ব্যবহার করা যাবে কি ?

(খ) আমাদের নবীপাকের কি শিক্ষক হযরত জিব্রাইল আলায়হিস সালাম ?

ইতি মোমিনুল ইসলাম
রানীনগর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর (ক) নবী ছাড়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বোযর্গ ব্যক্তিদের জন্য আলা হযরত ব্যবহার করা জায়েজ। শরীয়তে ইহা ব্যবহারে নিষেধ নাই। ভারতবর্ষের ওলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে ইজাম ও মুফতীইয়ানে কেরাম চতূর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ, লেখক ইসলামিক চিন্তাবিদ ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমাকে আলা হযরত উপাধীতে ভূর্ষিত করেছেন। ভারতবর্ষে বা পাকিস্থানে আলা হযরত বললে ইমাম আহমদ রেজাকেই বুঝান হয়। আলা হযরত শব্দের অর্থ–আলা মানে শ্যেষ্ঠতম আর হযরত সম্মান সূচক উপাধী। অর্থাৎ সমসাময়ীক শ্যেষ্ঠতম হযরত। তিনি আহলে সুন্নাতের একজন পথ প্রদর্শক, সুন্নাতের হিফাজত কারী–হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী তিনি সারা জীবন দেওবন্দী, তাবলিগী, কাদিয়ানী, জামাতে ইসলামী ওহাবীদের ভ্রান্ত আকিদা হতে সুন্নী জামায়াতের ঈমান ও আমল এর হিফাজতের উদ্দেশ্যে আমরন জেহাদকারী। তিনিই আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমা। বিশ্বের কোন সুন্নী উলামা ইমাম আহমদ রেজার জন্য আলা হযরত শব্দ ব্যবহার করায় আপত্তি করেন নাই।

(খ) নবীপাকের শিক্ষক হযরত জিব্রাইল ইলায়হিস সালাম নন। নবীপাককে পবিত্র কোরআন ও সমস্ত জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন রাব্বুল আলামিন আল্লাহ। (কোরআন শরীফ) নবীপাক নিজেও বলেছেন–"আল্লামানী রাব্বী" অর্থাৎ আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। শেফা শরীফ

৩। জনাব মুফতী সাহেব আসসালামো আলায়কুম, মেহেরবানী করে আমার প্রশ্ন গুলির উত্তর দিবেন?

ইতি আফরোজা খাতুন
মাদ্রাসা পল্লি, সিউড়ী, বীরভুম

(ক) আমি একজন স্কুল ছাত্রী, আমি জানতে চাই যে শরীয়তের কয়টি খেলা জায়েজ আছে এবং তা কি কি ?

(খ) মহিলাদের জন্য ঈদ ও বকরাঈদের নামাজ অর্থাৎ দুই ঈদের নামাজ পড়ার হুকুম আছে কি না ?

(গ) রমজান মাসের রোজা যদি মাঝে মাঝে অর্থাৎ গ্যাপ দিয়ে দিয়ে রাখা হয় তার সওয়াব পাইবে কি না ?

উত্তর (ক) বর্তমান প্রচলিত কোন খেলায় জায়েজ নয় যেমন, ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, তাস, লুডু, দাবা, ক্যারামবোর্ড প্রভৃতি। প্রত্যেক খেলা বর্তমানে ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তবে যদি ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ও কুসতী লড়াই, সতর আবৃত করে শরীর চর্চার জন্য খেলে তবে জায়েজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যত প্রকার জিনিসের দ্বারা মানুষ খেলা ধুলা করে সব বাতিল কিন্তু তীর চালানো শিক্ষা করা এবং ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা ও নিজ বিবির সঙ্গে খেলা ধুলা করা ইহা সঠিক। (মিশকাত শরীফ ৩৩৭ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায়ে ফাকিহে মিল্লাত ২য় খন্ড)

(খ) মহিলাদের জন্য ঈদ ও বকরাঈদের নামাজ ওয়াজিব নয় মহিলাদের কোন নামাজের জামায়াতে অংশ গ্রহণ করা জায়েজ নয়। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ৪২৪ পৃষ্ঠা).

(গ) পবিত্র রমজান মাসের রোজা ফরজ। বিনা শরীহ কারণে রমজান মাসের একটি ও রোজা ত্যাগ করা হারাম। শরীয়তের কারণ মোতাবিক যদি কোন একটি বা একাধিক রোজা রাখতে না পারে তবে সুস্থ হওয়ার পর ঈদের পর তার কাজা আদায় করা ওয়াজেব। ইচ্ছাকৃত যদি একটি রোজা ভঙ্গ করে তবে শরীয়তে তার শাস্তি নির্দ্ধারিত করা হয়েছে যে, ঈদের পর কাজা আদায় করতে হবে এবং কাফফারা দিতে হবে বিনা কারণে একটি রোজা ভঙ্গ করলে কাফফারা স্বরূপ এককালীন ধারাবাহিক ভাবে ৬০টি রোজা রাখতে হবে অথবা ইহাতে অক্ষম হলে ৬০ জন মিশকিনকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে। তবে মহিলাদের পবিত্র রমজান মাসের মাসিক অবস্থায় রোজা ভঙ্গ হয় ঈদেরপর কেবল মাত্র তার কাজা আদায় করতে হবে। (বাহারে শরীয়ত)

৩। জনাব সম্পাদক সাহেব সালাম নিবেন। আমি সুন্নী জগৎ পত্রিকার ফাতাওয়া বিভাগের মুফতী সাহেবের নিকট নিম্ন লিখিত প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই। দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। ?

ইতি নজরুল ইসলাম, মহিলা সমিতির সচিব
রামপুরহাট,বীরভুম

(ক) কোন এক মাওলানা সাহেবের স্ত্রী প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে আপন ভাইকে ৩৯ হাজার টাকা দেয়। ভাই এই টাকার পরিবর্তে ১০ কাঠা জমি বোনকে খেতে দেয়। ভাই বোনের মধ্যে একাধিকবার কথা হয়েছে যে, টাকা নিয়ে জমি ফেরত দাও কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয় নাই। আরো প্রকাশ থাকে যে, টাকার পরিবর্তে জমি বিক্রয় করব ইহারও কথা হয় নাই। কেননা ঐ জমিতে ভাই বোনের অংশ আছে। বর্তমান সময় ঐ জমি ও টাকা নিয়ে সমস্য দেখা দিলে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। বিচারে স্থানীয় বিচারক মন্ডলী ভাইকে বোন জমি ফিরিয়ে দিবে কিন্তু এক লাখ টাকা বোনকে দিতে হবে অঙ্গীকারে জোর করে ভাই এর নিকট সহী করিয়ে নেয়। আমাদের প্রশ্ন যে, মাওলানা সাহেব ও তার স্ত্রী উক্ত টাকা ইন্টারেস্ট সহকারে নিতে পারে কি না বা নেওয়া সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা কি ?

উত্তর ঃ–টাকার পরিবর্তে জমি এই শর্তে নেওয়া বা দেওয়া যে দিন টাকা পরিশোধ করব সেদিন জমি ফেরত দিব ইহা মুসলমানদের জন্য হারাম। কেননা ঋণ দিয়ে তা হতে লাভ নেওয়া সুদ। ইহাই হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং বোন যত টাকা দিয়ে জমি নিয়েছে যদি টাকার সম পরিমান ফসল পেয়ে যায় (খরচ বাদে) তবে ভাইকে জমি ফিরিয়ে দিবে টাকা পাবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর যদি ঋণের অতিরিক্ত জমি হতে ফসল পেয়ে থাকে তবে জমি ফেরত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত ফসল বা তার মূল্য ফেরত দিতে হবে। আর যদি জমির ফসল হতে তার ঋণের টাকা পরিশোধ না হয় তবে আর বাকী টাকা যদি ভাই এর পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব না হয় তবে ঋণের টাকা পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত ফসল খেতে পারে আর টাকা পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমি ফেরত দিবে। টাকার অতিরিক্ত ফসল ও খেতে পাবে না বা টাকাও ফেরত পাবে না।

মাওলানা সাহেব বা তার স্ত্রী ঋণের টাকার সম পরিমান ফসল খাওয়া হয়ে যায় তবে জমি এখনই ভাইকে ফেরত দিবে। ভাই য়ের নিকট কোন টাকা দাবী করতে পারবে না। টাকার দাবী করলে ইহা শরীয়তে সুদ হবে। আর সুদ হারামে কাত্বয়ী। ইহা নেওয়া দেওয়া এবং সুদের কাগজপত্র লেখা বা সুদের স্বাক্ষী হওয়া গুনাহতে সকলেই সমান। হাদীস শরীফে বর্নিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সকলের উপর লানত করেছেন এবং বলেছেন যে গুনাহতে সকলেই সমান (মুসলীম শরীফ)

নবীপাক আরও বলেছেন–যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি দেরহাম খাবে বা গ্রহণ করবে তবে তার গোনাহ ছত্রিশবার জেনা করা অপেক্ষা বেশী।
(আহমদ. মেশকাত, দারে কুতনী)
(ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল, ২য় খন্ড ৪২১-৪২২ পৃষ্ঠা)

বর্তমান সময়ে ডাঃ জাকির নায়েক একটি বহু চর্চিত নাম তার আক্বিদা কেমন, তাকে অনুসরণ করা মুসলিমদের উচিৎ কিনা, তার বক্তৃতা শোনা, বই পড়া, জায়েজ কিনা এবিষয়ে বিতর্ক চলছে তার পক্ষে ও বিপক্ষে। মুসলিম জাতীর অবগতীর জন্য নিম্নে তার কুফরী আক্বিদা ও মন্তব্য সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মুসলীম ওলামায়ে কেরামদের মতামত সমন্ধীয় কিছু ওয়েবসাইট নং দেওয়া হল। বিস্তারিত জানার জন্য বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ ইসমাইল খান রচিত **ডাঃ জাকির নায়েকের মতবাদ ও শরয়ী বিধান** বইটি সংগ্রহ করে পড়ার অনুরোধ রইল।

দারুল উলুম দেওবন্দের ফাতাওয়া দেখতে সার্চ করুন–
http://darulifta-deoband.org/viewfatwa.Fsp?ID-9421
http://darulifta-deoband.org/viewfatwa.Fsp?ID-7077
http://darulifta-deoband.org/viewfatwa.jsp?ID-110
দারুল উলুম করাচীর ফাতাওয়া দেখতে সার্চ করুন–
www.central-mosque.com/figh/zakirnaik.htm
শরীয়া ইনষ্টিটিউট আমেরিকার ফাতওয়া দেখতে সার্চ করুন–
http://toavoiddrzakirnaikinfighissues!-centralmosque.com

pdf By Syed Mostafa Sakib

গল্প

ঈমানী শক্তি বি, ইসলাম

হযরত মুসা আলায়হিস সালামের ইন্তেকালের পর বানী ইস্রাইলগণ কিছুদিন পর্যন্ত সঠিক ভাবে কর্ম করেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা খারাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। ইসলামী কর্ম পরিত্যাগ করে শয়তানী কর্মে নিযুক্ত হয়ে গেল, নিয়ত তাদের খারাপ হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে ঐক্যতা বিনষ্ট করে দন্দে লিপ্ত হয়ে গেল। এ অবস্থায় তাদের শত্রুগণ তাদের উপর বিজয়ী হয়ে গেল এবং অত্যাচার আরম্ভ করল, বিজয়ীদের ,মধ্যে পরাক্রমশালী শত্রুদের যে বংশটি তাদের রাজ্য দখল করেছিল তাদের মধ্যে এক বিরাট পালোয়ান জন্মগ্রহণ করল যার নাম জালুত। সে সময় হতে বানী ইস্রাইলদের উপর অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেল।

জালুত একজন কঠিন উদ্ধত এক রাজ্য উমালেকার সর্দার বরং তাদের বাদশা ছিল। কঠিন শক্তিশালী ও যুদ্ধবাজ পালোয়ান। যুদ্ধে শত্রুদের ক্ষণেকের মধ্যে পরাজিত করে দিত তার তলোয়ারের হাতল লৌহার এ-রকম ভারী ছিল যে প্রায় চার মন ওজন ছিল। সে এতটা লম্বা ছিল যে তার ছায়া এক মাইল পর্যন্ত চলে যেত।

বানী ইস্রাইলগণ অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে সে সময়কালের নবী হযরত শামুয়েল আলায়হিস সালামের নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করল–আমরা আপনার উপর ঈমান আনয়ন করছি। আমাদেরকে এই অত্যাচার থেকে রক্ষা করুন।

আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করুন যেন আমরা আমাদের রাজত্ব ফিরে পায়। আর আমাদের মধ্যে আমাদের একজন সর্দার নিযুক্ত করে দিন যার নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে পারি।

হযরত শামুয়েল আলায়হিস সালাম তাদের জন্য তালুতকে তাদের বাদশাহ হিসাবে মনোনীত করলেন। সর্ব প্রথম বানী ইস্রাইল গণ তাকে বাদশাহ হিসাবে মানতে রাজী হল না। পরে তারা তালুতের বাদশাহ হবার নিদর্শন দর্শন করে তাকে বাদশাহ হিসাবে মান্য করে তার নেতৃত্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল।

বাদশাহ হয়ে তালুত বানী ইস্রাইলদের জালুতের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করলেন। বানী ইস্রাইলগণ তার ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে চলল। প্রায় ৮০ হাজারের মত লোক জেহাদের জন্য এগিয়ে চলতে লাগল। বাদশাহ তালুত ঘোষনা করলেন –তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আছে। সামনে একটি নদী আছে যে ব্যক্তি উহার পানি পান করবে তারা আমার নয় এবং জেহাদে অংশ গ্রহণ করার সামর্থ হবে না তবে যারা এক অঞ্জলী পান করবে তাদের রেহাই আছে।

কিছুদূর গিয়ে ফিলিস্তিনের নিকট এক জঙ্গলে ঢুকে তারা দেখল এক পাহাড়ী নদী যার পানি একদম স্ফটিকের ন্যায় পরিস্কার।

পানি দেখে যারা তাদের নেতৃত্বকে অস্বীকার করে বেশী পান করে নিল তারা জিহাদে যেতে সামর্থ হারিয়ে অচল হয়ে গেল। এক অঞ্জলী পরিমান যারা পান করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন তাদের নিয়েই বাদশাহ যুদ্ধের ময়দনে হাজির হলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এদিকে জালুত আগে থেকেই সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে তার লোকজন সহ যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। বাদশাহ তালুতের সৈন্যগণ তাদের দর্শন করে বলতে লাগল–আমরা সংখ্যায় অল্প এবং জালুতের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী আমরা তাদের মোকাবিলা করতে পারব না। তখন তিনি তাদের বোঝালেন–আমরা সংখ্যায় কম ইহা সত্য কিন্তু আমরা সত্য পথে রয়েছি আমাদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন। বহু স্থানে ছোট দল বড় দলকে পরাজিত করে। আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।

জালুত যখন তালুতের সৈন্যগণ দেখল তখন তাজ্জব হয়ে গেল। যে তার একলাখ বর্ম পরিহিত সৈন্য আর তার বিরুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন পথশ্রান্ত সৈন্য ! সে তার নিকট প্রস্তাব পাঠালো যে, হে তালুত তুমি বরং আমার বশ্যতা স্বীকার করে নাও বেকার লড়াই করে নিজের জীবন নষ্ট করো না।

তালুত তার উত্তরে জানিয়ে দিল যে আমরা আল্লাহর পথে জেহাদ করতে এসেছি। আমাদের বাঁচার লড়াই, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন। বেশী কমের কোন প্রশ্ন নাই।

এই কথা শুনে এক বিরাট চেহেরার লোহার জামা পরা ঘোড় সওয়ার বর্শা ও তরবারী নিয়ে ও পক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আস্ফালন সহকারে বলল–আমিই হলাম জালুত। আমি একাই তোমাদের শায়েস্তা করতে পারি। কে আছিস সম্মুখে আয়।

তার বিকট চেহেরা দর্শন করে তালুতের সৈন্যদের মধ্যে কেউই সম্মুখে যেতে সাহস করল না। শেষ পর্যন্ত হযরত দাউদ (আলায়হিস সালাম) রোগগ্রস্থ এক বালক এসে বলল–আপনি চিন্তা করবেন না আল্লাহ পাকের দয়ায় আমিই অত্যাচারী জালুতকে হত্যা করব।

বাদশাহ বললেন–কেউ জালুতের সম্মুখে যেতে সাহস করছে না, তুমি একটা বালক পারবে তাকে মারতে ?

বালক দাউদ বললেন–শয়তানকে মারার জন্য আল্লাহর ইচ্ছায় আমিই যথেষ্ট।

তিনি তাকে দোয়া করলেন এবং একটি লোহার বর্ম পরিয়ে দিয়ে জালুতের সম্মুখে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

জালুত তাকে দেখেই হাস্য করে বলে উঠল–বলল, তুমি কেন আমার সম্মুখে এসেছো। তুমি আমার সাথে কেমন করে লড়বে। বড় বড় যোদ্ধা আমার সম্মুখে আসতেই সাহস করে না, তুমিতো এক দুর্বল বালক ! তুমি ফিরে যাও, জীবনটা নষ্ট করো না।

বালক দাউদ বললেন–যুদ্ধের ময়দানে বাজে কথা ছেড়ে দাও, তোমারমত একটা কুকুরকে মারার জন্য তীর বল্লমেরও প্রয়োজন নাই। তুমি তৈরী হয়ে যাও। এই বলে নিজ হাতের তিনটি পাথর এক এক করে নিক্ষেপকে রেখে তার দিকে এমন জোরে নিক্ষেপ করলেন যে পাথর তার মাথার সম্মুখ দিয়ে প্রবেশ করে পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। জালুতের বিরত্ব ও গর্ব এক মুহুর্তে ভস্মে পরিণত হল। অল্পক্ষনের মধ্যেই সে মৃত্যু মুখে পতিত হল তার বিরাট শরীরকে দাউদ আলায়হিস সালাম টানতে টানতে বাদশাহ তালুতের সম্মুখে এনে উপস্থিত করলেন। অন্য সমস্ত সৈন্য তাদের সর্দারের এই রকম ভাবে পতন হতে দেখে কে কোথায় প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল। যুদ্ধে তালুতের বিজয় ঘোষিত হল। কেবল শক্তিই যথেষ্ট নয় ঈমানই তেজ আল্লাহর ভরসায় যুদ্ধ জয়ের একমাত্র পথ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মরনের পরেও আওলিয়াগণ জীবিত

মুফতী জোবাইর হোসাইন সোজ্জাদেদী

আল্লাহ তায়ালার কানুন অনুসারে এ অস্থায়ী জগতে যে জন্মেছে তাকে অবশ্যাই মরনের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। ইহা এমন একটি বিষয় যা নিয়ে কারো কোন মতবিরোধ নাই বা কেহ ইহা অস্বীকারও করে না। কিন্তু আওলিয়াগণের এমন ব্যক্তিত্ব বা বিশেষত্ব যে এই অস্থায়ী জগৎ হতে যাওয়ার পরেও তাদের ক্ষমতা বাকী থাকে। কয়েকজন আওলিয়ার দৃষ্টান্ত ঃ-

১। মরনের পরেও জীবিত হওয়া ঃ—

একদা হযরত শায়েখ আব্দুল হক রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোথাও সফরে যান। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে এমন এক স্থানে উপস্থিত হলেন যেখানে একটি ঠান্ডা পানির ঝরনা ছিল এবং ছায়া ঘেরা সবুজ বৃক্ষ ছিল। তিনি তার খাদেমদেরকে বললেন যে, এই স্থান আমার খুব পছন্দ। ইহা বলার পরেই তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করলেন। ইহা দেখে খাদেমগন জোরে চিৎকার করে কান্না-কাটি শুরু করে দেয় এবং তাঁর নিকট গিয়ে তারা বলতে লাগল-হুজুর যদি আপনাকে এখানে রেখে আমরা বাড়ী চলে যায় তবে লোকেরা বলবে যে খাদেমেরা অর্থের লোভে নিজ শায়েখ কে হত্যা করেছে। যখন খাদেমেরা এ রকম ভাবে কান্না-কাটি করতে ছিল তখন শায়েখ জীবিত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন-যদি তোমরা আমার মরনে অসন্তুষ্ট হও তবে আমি মরব না। এই ঘটনার পরেও তিনি অনেকদিন জীবিত ছিলেন। (মিরাতুল আসরার পৃঃ ৩৩২)

২। জানাজার খাটলীর উপর কথাবলা ঃ—

হযরত আবু মুসা রহমাতুল্লাহি আলায়হি আল্লাহ তায়ালার একজন প্রিয় বান্দা ও কামেল ওলি ছিলেন। তিনি বলেন যে আমি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখি যে আরশে এলাহী কে নিজ মস্তকে উঠিয়ে হাওয়াতে উড়তেছি। সকাল হওয়ার পর আমি খুব চিন্তিত হলাম যে এ স্বপ্নের তাবীর কি হবে। স্বপ্নের তাবীর জানার জন্য আমি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট যাত্রা করলাম। রাস্তার মধ্যেই জানতে পারলাম যে হযরত শায়েখ বায়েজীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহ আলায়হি ইন্তেকাল করে ছেন। এই সংবাদে আমি খুব মর্মাহত হলাম এবং চিন্তা করলাম যার নিকট আমি স্বপ্নের তাবীর জানার জন্য যাত্রা করছি তিনিই ইন্তেকাল করলেন ! চিন্তা করলাম যে ইহাও আমার এক সৌভাগ্য যে হযরতের জানাজাতে অংশ গ্রহণ করতে পারব। ইহা চিন্তা করে চলতে লাগলাম। দেখতে পেলাম যে সেখানে অত্যান্ত ভীড়। তিল পরিমান জায়গা নেই। যখন তাঁর জানাজা উঠানো হল তখন আমি চেষ্টা করলাম যে তাঁর জানাজার খাটলী নিজ কাঁধে নিব কিন্তু অতিরিক্ত ভীড় হওয়া কারণে কাঁধে নিতে পারলাম না। আমি খুব অস্থির হয়ে তাঁর খাটলীর নীচে গিয়ে মাথা লাগালাম আর মনে এই চিন্তা করছিলাম যে যার নিকট স্বপ্নের তাবীর জানার জন্য আসলাম তিনি এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে নিলেন। তখন খাটলীর উপর হতে হযরত বায়েজীদ বোস্তমী বলে উঠলেন-হে আবু মুসা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তোমার রাত্রের স্বপ্নের ইহাই তাবীর। (ম্যকামাতে আউলিয়া ১৪৫ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩। কবরে কোরআন শরীফ পাঠ করা ঃ—

হযরত শায়েখ আবু বাকার রহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত হাব্বান রহমাতুল্লাহি আলায়হির দোস্ত ছিলেন। তাঁরা প্রতি দিন সাহরীর সময় কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে হযরত শায়েখ হাব্বন রহমাতুল্লাহি আলায়হি হঠাৎ ইন্তেকাল করলেন। হযরত শায়েখ আবু বাকার বলেন–আমি রাত্রীর শেষ অংশে উঠে নামাজ পড়ে তাঁর মাজার শরীফে গিয়ে তাঁর কবরের পার্শে বসে কোরআন শরীফ পড়া আরম্ভ করি। কিন্তু দোস্তের বিচ্ছেদে কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে কান্না করতে লাগলাম। মনে ধারণা করতে ছিলাম যে দুনিয়াতে আমি একাই রয়ে গেলাম। আমি দশ পারা পড়েছিলাম তারপরই কবর থেকে কোরআন শরীফ পড়ার আওয়াজ আসতে লাগল তিনি ও দুনিয়াবী অভ্যাস মত দশ পারা পড়লেন আর আমি শ্রবন করলাম। (খাজিনাতুল আসফিয়া পৃঃ ২০১) (সংগৃহিত ত্রৈমাসিক আমজাদীয়া অক্টো হতে ডিসেম্বর ২০০৮)

৪। কাফন চোরকে কবরে আটক ঃ—

বাগদাদ শরীফে একজন সংযমশীল এক মহিলা বাস করতেন। সেই শহরে একজন কাফন চোরও বাস করত। সেই পবিত্রা মহিলা ইন্তেকাল করার পর তাঁর জানাজার নামাজ পড়ার জন্য সেই কাফন চোর ও উপস্থিত হয়েছে। চোর উপস্থিত হয়েছে এই নিয়তে যাতে তার চুরি করতে সুবিধা হয়। যখন রাত হয় তখন চোর ঐ মহিলার কবরে উপস্থিত হয়। তারপর কবর খনন করে কাফন চুরি কারার জন্য হাত দিতেই কাফন চোরের হাত ধরে ঐ জান্নাতী মহিলা বললেন তুমি একজন জান্নাতী হয়ে অপর জান্নাতীর কাফন চুরি করতে এসেছো। ইহা শ্রবণ করে চোর বললেন হে পবিত্রা মহিলা আপনার জান্নাতী হওয়াতে আমার কোন সন্দেহ নাই কিন্তু আমিতো সারা জীবন কাফন চুরি করে আসছি আমি কেমন করে জান্নাতী হলাম।

তার উত্তরে পূন্যবতী মহিলা বললেন শোন আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং যে সব ব্যক্তি আমার জানাজার নামাজে অংশ গ্রহণ করেছে তাদেরকেও আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি আমার জানাজার নামাজ পড়েছো সুতরাং তোমাকেও আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। উক্ত কাফন চোর এই আশ্চর্য দৃশ্য দর্শনে ও শ্রবণে তৌবা করেন এবং উক্ত সেক মহিলার দোয়ায় কুতুব হয়ে গিয়েছেলেন। সংগৃহিত–শারহুস সুদুর.

৫।.ওফাতের পরেও কারামাত ঃ—

বরকাতে মাসুমী পুস্তকের লেখক হযরত সফর আহমদ বর্ননা করেন যে হযরত শায়েখ সাইফুদ্দিন সারহান্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ২০শে জমাদিউল উলার রাত্রে ১০৯৬ হিঃ মোতাবেক ২৫শে এপ্রিল ১৬৮৫ খৃঃ ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর যখন তাঁর পবিত্র জানাজা নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাঁর জানাজা (লাশ মোবারক) মানুষদের হাত.হতে উচ্চ হয়ে হাওয়াতে চলতেছিল.। মানুষ লাফিয়ে তাঁর.পবিত্র লাশ স্পর্শ করার চেষ্টা করতে ছিল কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তি কেউই স্পর্শ করতে পারে নাই। ইহার পর যখন কবরের নিকট লাশ মোবারক উপস্থিত হয় তখন দেখা গেল সেই পবিত্র লাশ মোবারক নিজে নিজেই নিচে চলে আসল,এই কারামাত দর্শন করে বহু অ-মুসলিম মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। (সংগৃহিত মাকামাতে খায়ের পৃঃ ৭১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানা অজানা

মাসায়িল ও আক্বায়িদ সম্পর্কে

মুফতী মহম্মদ ইসমাইল মানজারী

প্রশ্নঃ–১। ঈমান কাকে বলে ?

উত্তরঃ–যে কথা গুলো বিশ্বাস করা হুজুর পাক স্বল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে নিশ্চিত ভাবে প্রমানিত সে কথা গুলো বিশ্বাস করা। (শারহে ফিকহে আকবার–৮৬)

প্রশ্নঃ–২। কুফর কাকে বলা হয় ?

উত্তরঃ–যে কথাগুলো হুজুর পাক স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত সে কথা গুলোর মধ্যে কোন একটিকে অস্বীকার করা। (বায়যাবী শরীফ ২৩)

প্রশ্নঃ–৩। আক্বা স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামগনের সম্পর্কে কি বলেছেন ?

উত্তর ঃ–সাহাবাদের খারাপ বলো না,যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ওহুদ পাহাড়ের সমান সোনা খরচ করে তবুও তাদের সমান হতে পারবে না।

প্রশ্নঃ–৪। হযরত শায়খাইন সাইয়েদুনা আবু বাকার সিদ্দিক ও সাইয়েদুনা উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুমাকে অভিশাপ করা কেমন ?

উত্তরঃ–ফোকাহায়ে কেরামগনের নিকট "নিশ্চিত কুফর"।

প্রশ্নঃ–৫। রাওয়াফিজদের কাফের বলা কেমন ?

উত্তরঃ–তাদের কুফরী আক্বায়িদের জন্য কাফির বলা ওয়াজিব।

প্রশ্নঃ–৬। কুরআন মাজিদকে অসম্পূর্ণ মানা কেমন ?

উত্তরঃ–কুফর।

প্রশ্নঃ–৭। রাম ও রহিম একই নাম,একথা বলা কেমন ?

উত্তরঃ–কুফর।

প্রশ্নঃ–৮। ফিকহী হানাফীতে ছেলে ও মেয়ের কত বছর বয়সে সাবালক/সাবালিকা হয় ?

উত্তরঃ ছেলেরা ১৮ বছর বয়সে ও মেয়েরা ১৭ বছর বয়সে সাবালিকা (সাবালক) হয়ে যায়,আর সমস্থ ওলামাদের নিকট দুজনে ১৫ বছরে সাবালক হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ–৯। হুজুর পাক স্বাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র নাম শুনার পর কি করা দরকার ?

উত্তরঃ–দরুদ পড়তে পড়তে বুড়ো আঙ্গুল চুমে নেওয়া দরকার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্নঃ–১০। হুলি,ও দেওয়ালী পূজা করা কাফেরদের মেলা ও উৎসবে অংশ গ্রহণ করে তাদের ধর্মীয় মেলার ও জুলুসের জাকজমক বৃদ্ধি করা কেমন ?
উত্তরঃ–কুফর।
প্রশ্নঃ–১১। কোন মুর্দার পেট কাটা জায়েজ ?
উত্তরঃ–গর্ভবতী মহিলার পেটে জিন্দা বাচ্চা থাকলে সেই বাচ্চাকে বের করার উদ্দ্যেশে তার পেট কাটা জায়েজ ।
প্রশ্নঃ–১২। কোন সময় ঘুমানো নিষেধ ?
উত্তরঃ–দিনের প্রথম ভাগে এবং মাগরীবের ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে।
(বাহারে শরীয়ত ১৬ খন্ড পৃষ্ঠা ৭০)

প্রশ্নঃ–১৩। কোন অবস্থায় খাৎনা করা জায়েজ নয় ?
ডাক্তার অথবা হাজাম দ্বারা সাবালক ব্যক্তির খাৎনা করা জায়েজ নয়। কেননা খাৎনা করা হল সুন্নত আর সাবালক ব্যক্তির ডাক্তার অথবা হাজাম এর সামনে লজ্জা স্থান খোলা হল হারাম সুতরাং সুন্নত এর জন্য হারাম কাজ করা জায়েজ নয়.। (বাহারে শরীয়ত ১৬ খন্ড পৃঃ ২০১)
প্রশ্নঃ–১৪। কবরের উপর মোমবাতি,খসবুদারলকড়ী,গুগগুল এবং প্রদীপ জ্বালানো কেমন ?
উত্তরঃ–নিষেধ।
প্রশ্নঃ–১৫। কোন বাচ্চা যার পিতা মারা গেলেও এতিম হয় না ?
উত্তরঃ–হারামী কেননা শরীয়তে তাকে তাঁর বাচ্চা বলে মান্য করেইনি।
প্রশ্নঃ–১৬। শারাব হারাম হওয়ার নিশ্চিত হুকুম কবে নাযিল হয় ?
উত্তরঃ–রবিউল আওয়াল ৪র্থ হিজরী মোতাবেক জুন ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে।
প্রশ্নঃ–১৭। মুর্খ নারীদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে,টক ঢেঁকুর উঠলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যায়,এটা কি সঠিক ?
উত্তরঃ–না,রোজা ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৫৭৭)
প্রশ্নঃ–১৮। সামিল্লাহ পড়া কোন সময় ফরজ ?
উত্তরঃ–জবাহ করার সময়, যদিও পুরা পড়া ফরজ নয়।
প্রশ্নঃ–১৯। বিসমিল্লাহ্ পড়া কোন সময় কুফর ?
উত্তরঃ–মদ্যপান করা, জেনা করা, চুরি করা,জুয়া খেলার সময়ে,নিশ্চিত হারাম কাজ করার সময় ইহা পাঠ করাকে হালাল মনে করে।
প্রশ্নঃ–২০। যদি জুনুবী ব্যক্তি জওয়াল এর আগে গসুল না করে তবে তার রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে কি ?
উত্তরঃ–না,রোজা হয়ে যাবে তবে নামায ত্যাগ করার জন্য কঠিন গুনাহ কাবীরা হবে।
(ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৬১৫)

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাফনের শেষে দোয়া

মাওলানা মোয়াজ্জাম হোসেন
কামিলমী, কামারখুর মাদ্রাসা

আল্লাহপাক কোরআন পাকে বলেন "উদ উনী আসতাজিব লাকুম" সূরা মোমিন, আয়াত নং ৬০ অর্থাৎ আমার নিকট প্রার্থনা করো আমি গ্রহণ করব। (কানজুল ঈমান) টিকায় লেখা আছে যে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের প্রার্থনা সমূহ আপন করুনা দ্বারা গ্রহণ করেন। এবং যে গুলো গৃহিত হবার কতিপয় শর্ত রয়েছে ঃ-

১। দোআ প্রার্থনায় ইখলাস বা নিষ্ঠা।

২। অন্তর অপর দিকে রত না হওয়া

৩। ঐ দোআয় কোন নিষিদ্ধ বিষয় অর্ন্তভুক্ত না হওয়া।

৪। আল্লাহ তায়ালার রহমতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা।

৫। এ অভিযোগ না করা যে, আমি দোআ প্রার্থনা করেছি কিন্তু কবুল হয় নি। যখন উক্ত শর্তাবলী সহকারে দোআ করা হয় তখণ তা কবুল হয়।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আদ দো'আয়ে মুস্কুল ইবাদাত" (মিশকাত শরীফ ১ম খন্ড ১৯৪ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ নিশ্চয় প্রার্থনা হলো ইবাদাতের মগজ। দোআ করা এটা কোন নতুন প্রথা নয় বরং হযরত আদম আলায়হি সালাম হতে আরম্ভ করে প্রত্যেক নবী ও রাসুলগণ প্রয়োজনে নিজ এবং উম্মাতের জন্য দোআ করেছেন। এখন বিষয় হলো মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর তার ক্ষমার জন্য দোয়া করা যাবে কি না ? কিছু দেওবন্দী ও লা-মাজহাবী মৌলবীরা কঠোর ভাবে যার বিরোধীতা করে আসছে এবং জানাজার নামাজই হল দোআ বলে সাধারণ সরল মনের মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে অথচ দাফন শেষে কবরের পার্শে দাঁড়িয়ে মাইয়াতের জন্য মাগফিরাতের দোআ করার শতাধিক প্রমানাদি আছে।

১ম হাদীস ঃ-"আন উসমানিন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ক্বানা কানান নাবিও সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। এজা ফারাগা মিন দাফানিল ম্যাইয়িতি ওয়াক্বাফা আলায়হি, খাক্বা লা্ ইসতাগফিরু লি আখিকুম সুম্মা সায়ালু লাহু বিত তাসবিতি, ফা ইল্লাহু আল আন সা আলঅফা। (আবু দাউদ শরীফ ৩২২ পৃষ্ঠা)

অর্থ ঃ-হযরত উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মৃতকে দাফন করার কাজ সমাপ্ত করে নিতেন, তখন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যেতেন, তারপর বলতেন তোমরা তোমাদের এই মৃত ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, এবং তার জন্য অটল থাকার দোআ করো। কেননা এক্ষুনি তাকে কবরে প্রশ্ন করা হবে। (আবু দাউদঃ-৩২২১ পৃঃ)

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝাগেল ঃ-

ক) দাফনের কাজ শেষ হলে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম কবরের পাশে দাঁড়াতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আজকালের কিছু উচ্ছৃঙ্খল মৌলবীদের মত মাটি দেওয়া মাত্রই বাড়ীর দিকে চলে যেতেন না।
খ) জীবিতরা যদি ম্যাইয়িতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে, তা আল্লাহ গ্রহণ করেন।
গ) মুনকার নাকীর ফারিস্তদ্বয়ের প্রশ্নের মুখে সে যেন ভেঙ্গে না পড়ে, ঘাবড়ে না যায়। তাই তার অটল-অবিচল থাকার দোআ করো।
দাফন কর্ম চলাকালিন (আল্লাহুম-মাগফিরলাহু) বলে দুই এক জনকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যাওয়া মুর্খামী,ভন্ডামী এবং হাদীস চোরা ছাড়া কিছুই নয়।
২য় হাদীস ঃ-

আনইবনি শামাসাতা আলমাহারী রাদিয়াল্লাহ আনহ, ক্ব-লা হাজারনা.....এলা-আখির...
(আসসাহিহ লিমুসলিম ১ম খন্ড-৭৬ পৃঃ)
হাদীসের বর্ননা কারী ইবনে শামাসা মাহরী রাদিয়াল্লাহ আনহ বলেন; যখন আমর বিন আস মৃত্য পথে পতিত তখন আমরা তার নিকটে গেলাম। তিনি খুব কাঁদ ছিলেন।.....তার পর সব শেষে তিনি তার সন্তান দেরকে বললেন, আমি যখন মারা যাবো তোমরা আমার লাশের সাথে কবর পানে গমন কালে কোন ক্রন্দনকারিনী নিয়ে যাবেনা, এবং আগুন ও নিয়ে যাবে না।
যখন তোমরা আমাকে দাফন করে দেবে, তখন আমার কবরের মাটি চাপিয়ে বরাবর করে দিবে। তার পর তোমরা ততক্ষন পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত একটি উট জবেহ করে তার মাংস বিতরন করতে সময় লাগে। এতে আমি তোমাদেরকে পাশে পেয়ে সাহস বোধ করব এবং আমার রবের প্রেরীত দূত ফারিস্তাদ্বয়ের প্রশ্ন উত্তরের পালটা সঠিক ওসুচারু রুপে বর্ননা দিতে পারবো। (মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড ৭৬ পৃঃ)
উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝাগেল ঃ-

দাফন শেষে কবরের পাশে দাড়াতে হবে, এবং মৃত্য ব্যক্তির স্বার্থে কিছু দোওয়া ও করতে হবে। এতে কবরের লোকটি সাহস পাবে, মনোবল বৃদ্ধি পাবে ঘাবড়ে যাবেনা এবং ফারিশতা দ্বয়ের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। কবরস্থ ব্যক্তিরা জীবিতদের ক্রিয়া কলাপ, এমন কি ফিরে যাওয়ার কালে মানুষের চটির আওয়াজ শুনতে পায় এবং বুঝতেও পারে।
সেহেতু কোরান এবং হাদীসানুযায়ী, আলা হযরত রাদিয়াল্লাহ আনহু এর মাসলা কানুসারে কবরের পাশে আজান দিলেও ম্যাইয়িতের প্রচন্ড উপকার হবে।

অতএব দেওবন্দি ও লা মাজহাবী মৌলবীদেরকে বলছি যে, আপন্যারা আপনাদের মুর্খামী, ভন্ডামী কে ত্যাগ করে হাদীস কোরানের প্রতি আমল করুন। এবং সুন্নী নবী প্রেমীক,পীরপন্থী ইমানদার ভাই বোনেদেরকে অনুরোধ করব যে, আপনারা দেওবন্দী ওলা মাজহাবী মৌলবী দের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী না হয়ে-মাসলাক এ আলা-হাজরত অর্থাৎ কোরান হাদীসের প্রতি আমল করুন এবং সুন্নী আলেমদের মতানুসারে ঈমানের হেফাজত করুন। আল্লাহ আমার এবং আপনাদের মঙ্গল করুন।

আমিন সুম্মা আমিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

গজল

পীরে তরিকত হযরত মাওলানা
মোঃ আলিমুদ্দিন নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

ও মন পথিকের পথ বেয়ে চল
বেলা বেশী নাই।
সন্ধ্যা হলে আসবে আধার
চলা তোমার হবে দায় ॥

পথের সন্ধান যারা দিল
তারা সব চলিয়া গেল,
সঙ্গে কেহ না রহিল
এখন কি হবে উপায় ॥

মায়াবিনীর ফাঁদ পাতিয়ে
স্বার্থ পূরন করে নিয়ে রে
ফেলে আসবে কাফন দিয়ে
নির্জন জাগায় ॥

স্ত্রী, পুত্র বন্ধু যারা
আপন তোমার নহে তারা,
বুঝবে তুমি বিপদ কালে
বুঝবে তুমি ভাই ॥

সে দয়াল আছে মনের কোনে,
চোখ বুজে খোঁজ নির্জনে।
তবে নিবে তোমায় বুকে টেনে
সঙ্গে থাকবে সব সময় ॥

পরের দুঃখে জীবন ভরে
বুক ভাসালেন অশ্রু নীরে,
কাঁদবে খোদার আরশ ধরে
উম্মতেরই দায় ॥

তাঁর ছবি নাও বুকে তুলে
পর ভেবে তাঁরে রসনা ভুলে।
তবে ঠেকবি না সে বিচার কালে
হিসাবের সময় ॥

উম্মত কে সব সঙ্গে নিয়ে
দয়াল সে মিজানের পার্শে গিয়ে
পূরন করবে নিজের নেকী দিয়ে
যদি তোর নেকী কমে যায় ॥

পুল সে রাতের কঠিন পুলে
সাধ্য নাই সে পথে চলে,
পার হবি নবীর শাফায়াত হলে,
চোখের ইশারায় ॥

নবীর নায়েব নবীর চিঠি,
বিলি করেন দিবারাতি,
মুর্শিদ জ্বালিয়ে দিলেন নুরের বাতি
যে নুরে দয়াল দেখা যায়।
(সংক্ষেপিত)

pdf By Syed Mostafa Sakib

খবরাখবর

দেওবন্দী ওলামাদের পলায়ন ও আহলে সুন্নাত ওলামাদের প্রকাশ্য বিজয়

ঝাড়খন্ড রাজ্যের দেওঘর জেলার অন্তর্গত সোনারাই ঠারী থানার অধীনস্থ বাগডোবরা গ্রামে ১৩ই মে ২০১২ রোজ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় আহলে সুন্নাতের ওলামাগণ ও দেওবন্দী ওলামাগণের মধ্যে মুনাজারার তারিখ ও শর্তাবলী লিখিত ভাবে নির্দিষ্ট করার জন্য শতাধিক ব্যক্তির উপস্থিতিতে এক বৈঠকে লিখিত ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আহলে সুন্নাতের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসাবে, মাওলানা খোরসীদ আলম রেজবী, মাওলানা মোঃ ইসরাইল রেজবী, মাওলানা মোঃ সফিউল্লাহ রেজবী ইত্যাদি এবং দেওবন্দী ওলামাদের পক্ষ হতে মোঃ খোরসীদ আলাম মাজহারী, মোঃ রিয়াসাত আলী ইত্যাদি মাওলানা প্রতিনিধি হিসাবে স্বাক্ষর করেন।

উভয় পক্ষের নিরাপত্তার জন্য বাগডোবরার গ্রামবাসী ৫০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারের উপরে হিন্দি ভাষাতে নিম্ন লিখিত অঙ্গীকারপত্র কোর্টে রেজিষ্টার করানো হয়।

অঙ্গীকার পত্র ঃ–৯ই মে ২০১২ গোপরা মদ্রাসায়, পোঃ-ডুমুরিয়া, থানা-সোনারাইঠারী, জেলা-দেওঘর কিছু বিশিষ্ঠ মানুষের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৩ই মে ২০১২ তারিখ বাগডোবরা স্কুলে, থানা-সার্ট, জেলা- দেওঘর উভয় পক্ষের মধ্যে মুনাজারা সম্পর্কে কিছু আলোচনা হবে। সেই আলোচনায় উভয় পক্ষের ২১ জন করে উপস্থিত থাকবেন। এরা সকলেই বাগডোবরা গ্রামবাসীর মেহমান হবে। তাদের ইজ্জত মান-সম্মান ও নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্যারান্টি সহকারে আমরা নিচ্ছি। বাগডোবরা গ্রামের আহলে সুন্নাতের দায়িত্বশীল ২১জন ব্যক্তির লিষ্টে ঝাড়খন্ডের ওলামাগণ ছাড়াও মুনাজিরে আহলে সুন্নাত ফাক্বিহুল নফ্স হযরত মুফতী মোঃ মতিউর রহমান রেজবী, মাওলানা মোঃ আহমার রেজবী, কিষানগঞ্জ, মির জাহীর বরকতী উড়িষ্যা, মাওলানা ইস্তেয়াক আহমদ, উড়িষ্যা, মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন, মুর্শিদাবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

এ রকম দেওবন্দীদের পক্ষ হতে ২১'জনের নামের তালিকা দেওয়া হয়। তাদের মধ্য উল্লেখযোগ্য মাওলানা হাবিবুর রহমান, মহম্মদ রিয়াসাত, আব্দুস সাত্তার, মুফতী মোঃ আব্বাস, মুফতী মোঃ সামিম,মুফতী কামরুজ্জামান, মাওলানা নজর মহম্মদ কাসেমী, মুফতী মাহমুদুল হাসান প্রভৃতি।

উভয় পক্ষের নামের পূর্ণ তালিকা কমিটিকে দেওয়া হয়।কমিটি উভয় পক্ষের বসার স্থান একটি স্কুলের হল ঘরে ব্যবস্থা করেন । সেই সভাতে বাগডোবরার দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ, প্রশাসক প্রধান এবং মুসলীম অমুসলীম, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নির্দ্ধারিত সময়ে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের উলামা ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হন। এবং প্রশাসনও নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়ে যান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু দেওবন্দীগণ সভাতে একজনও উপস্থিত হন নাই। তারা সভাস্থল হতে প্রায় ১ মাইল দুরে এক দেওবন্দী মাদ্রাসায় অবস্থান করতেছিলেন। ব্যাবস্থপনা কমিটির নির্দেশে ভিডিও ক্যামেরা নির্দিষ্ট সময়ে চালু করা হয়। বাগডোবরা ব্যাবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ বার বার দেওবন্দীদের সভায় আসার জন্য অণুরোধ করেন কিন্তু তারা উপস্থিত না হয়ে বিভিন্ন বাহানা করতে থাকে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় মুনাজিরে আহলে সুন্নাত এর মুনাজিরদের নিকট আরও অপেক্ষা করার অণুরোধ করা হয়। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত দেওবন্দীগণ সভাতে উপস্থিত হল না।

ইহাতে প্রশাসনের ডি,এস,পি, থানা ওসি, গ্রামের প্রধান এবং স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ আশ্চর্য হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দীভাষাতে তাদের সিদ্ধান্ত লিখিত করে সুন্নী উলামাদের প্রদান করেন এবং এই সিদ্ধান্ত পাঠ করেও শোনানো হয়। আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের বিজয় ঘোষনা করা হয়। তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পাঠ করে শোনানোর পর মুনাজিরে আহলে সুন্নাত দেওবন্দীদের পলায়ন ও আহলে সুন্নাত ও জামায়াতের প্রকাশ্য বিজয় ঘোষনা করে। তারপর সকলে দাঁড়িয়ে স্বলাত ও সালাম পাঠ করে ও দোয়া করে সভা সমাপ্ত করেন। ইহারপর রাত্রে ঈশার নামাজের সময় জাসনে ফাতহা মানানোর ঘোষনা করা হয়। সকলে রাত্রে বিজয়ের খুসিতে এক বিরাট সভার আয়োজন করে তাতে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক খুসিতে উপস্থিত হন। মুনাজিরে আহলে সুন্নাত মুফতী মতিয়ার রহমান রেজবী সাহেব প্রায় রাত্রি ১১ ঘটিকায় মঞ্চে উপস্থিত হন। খুসিতে সকলে নারা ধ্বনী দেন। এই সভা সারা রাত্রি পালন করা হয়এবং দরুদ ও সালাম ও দোয়া করে সকালে সভা সমাপ্ত হয়।
(মাহানামায়ে কানজুল ঈমান, জুলাই ২০১২)

গওসুল ওরা কনফারেন্স

গত্র ১৮ই এপ্রিল ২০১২, বাংলা ৫ই বৈশাখ ১৪১৯ বুধবার বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের মধ্যস্থল স্থান জেলা স্কুল ময়দানে মাদ্রাসা আহলে সুন্নাত আলী বকস টিকাপাড়ার উদ্দোগে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের ঈমান আকিদা ও আমলের হেফাজতের উদ্দেশ্যে একটি বিরাট সমাবেশের ব্যাবস্থাপনা করা হয়। স্থানীয় প্রায় এক হাজারেরও বেশী সুন্নী উলামা উপস্থিত হয়ে এই কনফারেন্সে সহযোগিতা করেন। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ও বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নবীরায়ে মুহাদ্দিসে আজম এ হিন্দ পীরে তরিকত ইন্টরন্যশনাল খতিব হযরত আল্লামা সৈয়দ মাক্কী রশীদ আনওয়ার আশরাফী আল জিলানী কাছোছা শরীফ ইউ,পি।

সভার সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নবীরায়ে সাদরুল আফাজিল পীরে তরিকত হযরত আল্লামা সৈয়দ আজিমুদ্দিন আহমদ নঈমী, সাজ্জাদানশীন খানকায়ে নাঈমীয়া ইসলামপুর। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুনাজিরে আহলে সুন্নাত মুফতী আব্দুল হাকিম রেজবী, রাজমহল, ঝাড়খন্ড, মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী, মুর্শিদাবাদ, হযরত আল্লামা শাহিদূর রহমান মেসবাহী, দুমকা। হযরত আল্লামা নজরুল ইসলাম, মুথাবেড়ীয়া বীরভূম প্রভৃতি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিউড়ী শহরে সুন্নী মাদ্রাসা কায়েম করা এবং বিরাট কনফারেন্সের ব্যবস্থাকরার পিছনে বিরাট অবদান মাওলানা খলিলুর রহমান আশরাফী সাহেবের।

নবম বিরাট ফেকিহ সেমিনার

গত ১০,১১,১২ই রজব ১৪৩৩ হিজরী মুতাবেক ১,২,৩রা জুন ২০১২ তারিখে "শারয়ী কাউনসীল অফ ইন্ডিয়া" এর নবম ফেকিহ সেমিনার বেরেলী শরীফে অনুষ্টিত হয়।
আলোচ্য বিষয় ঃ-

১। মাদ্রাসার ছেলে মেয়েদের নিকট যে, ফি নেওয়া হয় তার শারয়ী হুকুম।
২। মেডিক্যাল ল্যাবরেটারী এবং ডাক্তারদের মধ্যে কমিশন নেওয়া হয় তার শারয়ী হুকুম।
৩। শাওয়াল মাসে ও ওমরাহকারীদের ক্ষমতা ব্যতিত হজে যাওয়ার শারয়ী হুকুম।

উক্ত সেমিনারে আকাবিরে উলামায়ে আহলে সুন্নাত ও মাশায়েখ উলামাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ফাখরে আরব ও আযম তাজুস শারীয়াহ কাজীউল কোজা হযরত আল্লামা মুফতী আখতার রেজা খাঁ কাদেরী আজহারী, মুহাদ্দীসে কাবীর হযরত আল্লামা মুফতী জিয়াউল মুস্তাফা কাদেরী, ফাখরে রামপুর হযরত মাওলানা সাইয়েদ শাহেদ আলী রেজবী, প্রভৃতি.মহাজনগণ।

গুলে গুলজার বরকাতীয়াত হযরত সাইয়েদ মহম্মদ আমীন মিয়া কাদেরী বরকাতী, হযরত সাইয়েদ মহম্মদ নাজির মিয়া কাদেরী মারহারা শরীফ ও হযরত সাইয়েদ মহম্মদ ওয়ায়িস মুস্তাফা কাদেরী বিলগ্রাম শরীফ পৃষ্ঠপোষকতায় এ সেমিনার অণুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারের পূর্ণ রিপোর্ট মাহনামায়ে "সুন্নী দুনিয়া" জুলাই ও আগষ্ট ২০১২ সংখ্যা, বেরেলী শরীফ, এ প্রকাশিত হয়েছে।

পাকিস্থানের বিখ্যাত আলেম মাওলানা সায়্যিদ খালীক সাজিদ বুখারী ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল ও প্রমান সহ মুসলমানদের সতর্ক করে **হাকিকাতে ডাঃ জাকির নায়েক** নামে একটি ৪৯৮ পৃষ্ঠার বৃহদাকার পুস্তক প্রকাশ করেছেন। বইটি পাকিস্থানে বহুল প্রচারিত ও মুসলমানরা তার কুফরী আক্বিদা সম্পর্কে সতর্কীত। ভারতের মুসলমানদের ঈমান ও আমল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি ওয়েব সাইট ঠিকানা দেওয়া হল যেটির মাধ্যমে বইটি পড়া যাবে—

http://www.archive.org/details/haqeeqatdrzakirnaik

সুন্নী জগৎ পত্রিকার পক্ষ হতে আপনাদের অনুরোধ ডাঃ জাকির নায়েকের কুফরী আক্বিদাবলী সম্পর্কে জানুন ও সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উল্লিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাচ্ছে

১) মাদ্রাসা ফোরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি
২) সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৪) দারুল উলুম আলিমিয়া–পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভুম।
৫) মুফতী বুক হাউস–ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৬) রেজা লাইব্রেরী–নজরুল পল্লী, নলহাটি, বীরভুম।
৭) মাদ্রাসা ফায়জানে আলা হযরত, জসইতলা, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
৮) এম, এ, বুক ডিপো, রামপুরহাট বাসষ্টপেজ, বীরভূম।
৯) সাঈদ বুক ডিপো–নিউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।
১০) হাফিজ লাইব্রেরী–বর্ণালী বাজার (চামড়ার গুদাম) ভগবানগোলা, মুর্শিঃ
১১) মাদ্রাসা জামেয়া রাজাকিয়া কালিমিয়া–(মোজওয়াজা আরবী ইউনিভারসিটি) সাইদাপুর,
১২) মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া–মুন্সিপাড়া, নলহাটী, বীরভুম।
১৩) মাদ্রাসা গাওসিয়া নুরিয়া, হেরামপুর, পাঁচরাহা, ইসলামপুর
১৪) মাদ্রাসায়ে রেজবীয়া দারুল ইমান–নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ
১৫) সুহানা মেডিক্যাল হল (ডাঃ ফরিদ) বাহাদুরপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৬) রেজবী লাইব্রেরী,–(ষ্টেশন রোড) ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৭) মাওলানা আলমগীর হোসাইন–গোয়াস, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
১৮) মাওলানা নুরুল ইসলাম–(মাদ্রাসা নুরিয়া) বাবলাবোনা, ডোমকল
১৯) মুফতী আব্দুল মাতিন, (হরিবাটি মাদ্রাসা) কুলী, মুর্শিদাবাদ
২০) মাখদুমনগর, মহম্মদ বাজার, বীরভূম, মোঃ মুনসুর আলী
২১) মাদ্রাসা নাসিরুদ্দিন আউলিয়া, পোনকামরা, দক্ষিন ২৪ পরগনা।
২২) মাষ্টার লুৎফার রহমান, বসন্তপুর, বর্ধমান
২৩) মুফতী রেজাউল হক, বোলপুর, বীরভূম।
২৪) মাওলানা শামিমউদ্দিন, ষ্টেশন রোড, সিউড়ি, বীরভূম।
২৫) বাহারুল উলুম ফায়জানে আলা হযরত, শেখপাড়া পশ্চিম বাজার, রানীনগর, মুর্শিদাবাদ

আসুন আলাপ করি ফোনে—৯৭৩৩৫২৭৫২৬

বাংলা ইসলামী বইপত্র, গজল, কবিতার বই, পত্রিকা ইত্যাদি ছাপতে

বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস ও রঞ্জু কম্পিউটার্স

অফসেট প্রিন্ট

রঙিন ও সাদাকালো

স্ক্রীণ ও লেটার প্রিন্ট

প্রোঃ- মোঃ মিজানুল হক
নশীপুর মসজিদের পাশে, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT QUARTERLY

No. RNI/Cal/77/2004-(W.B.) 946

Vol-8, ISUE No -2 * September -2012

Editor- **Md. Badrul Islam Muzaddadi**

P.o.-Nashipur Balagachi, P.s.-Ranitala, Dist.- Murshidabad

RS.- 15.00 Only

সুন্নী জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা সুন্নী জগৎ পত্রিকায় স্থান পাবে।

লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২/- টাকা (বারো টাকা)।

বাৎসরীক সডাক ৫০/- টাকা (পঞ্চাশ টাকা)।

টাকা, লেখা পাঠানো, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

সম্পাদক–সুন্নী জগৎ পত্রিকা

পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ✦ থানা–ভগবানগোলা ✦ জেলা–মুর্শিদাবাদ

পিন নং–৭৪২৯৬৯, ফোন নং–৯৬৭৯৪৮৮৮০২

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়

Printed, Published and Owned by Md.Badrul Islam Muzaddadi

Printed by-Bulbul Printing Press, Nashipur

Published at Nashipur Balagachi, P.s.-Bhagwangola, Dist.Murshidabad

Editor- Md.Badrul Islam Muzaddadi

pdf By Syed Mostafa Sakib